হিজাবে মোড়া আইফেল টাওয়ার, বিজ্ঞাপন ঘিরে উত্তাল ফ্রান্স

সারে-জমিন

পার্টি অফিস ভেঙে যাত্রী প্রতীক্ষালয়, সাধারণ মানুষ খুশি

রূপসী বাংলা

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি

সম্পাদকীয়

ভিন্ন নামের কুরআনকেও জানুন

দাওয়াত

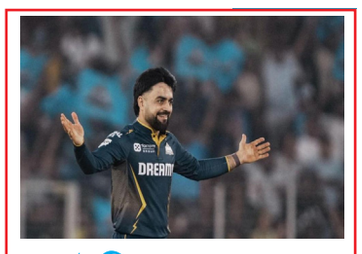

আইপিএলে দ্রুততম ১৫০ উইকেটের মাইলফলকে রশিদ খান

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৭ মার্চ, ২০২৫
১২ চৈত্র ১৪৩১
২৬ রমজান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 84 ■ Daily APONZONE ■ 27 March 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

হিন্দু বৃদ্ধার শেষ কৃত্যে শামিল মুসলিমরাও!

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: মালদহ জেলার কালিয়াচক-২ নং ব্লকের বাঙ্গীটোলা পঞ্চায়েত পাড়া এলাকার এক ব্রাহ্মণ পরিবারের বাসিন্দা রূপক ঠাকুরের মায়ের বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়। মৃতার পরিবারে রয়েছে তার দুই ছেলে। ওই মৃতার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে দাহ করতে এগিয়ে আসেন ওই এলাকার মুসলিম যুবকেরা। তবে রূপক ঠাকুররা গরিব নন। রূপক ঠাকুরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলের ব্যবসা রয়েছে। ওই এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে কেউ মারা গেলে চেয়ার বা রাতে লাইট ফ্যান লাগলে ফ্রিতে সার্ভিস দিয়ে থাকেন রূপক ঠাকুর। রূপক ঠাকুরের বাবা যখন মারা গিয়েছিলেন তখন তার শ্মশান যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন মুসলিমরাও। তেমনি মুসলমানদের কেউ মারা গেলে হিন্দুরাও মাইয়াতের সাথে কবরস্থানে যায়। এইভাবেই দীর্ঘদিন ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন বজায় রয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। কাঞ্চন ঠাকুর প্রতিদিন পুজো করতেন আর পুজোর ফুলটা পাশের জামিল আখতার বা রবিউলের বাড়ির গাছ থেকে নিয়ে আসতের। এদিন তার মৃত্যুতে দাহ করতে রবিউল, মহিদুর, তৌফিক, তৌসিফ, আরাফাত, মঈনুদ্দিন, রেজা, নিলুরা এগিয়ে আসতেন। মৃতার দেহ দাহ করা হয়েছে বাঙ্গীটোলা এলাকার গঙ্গার ধারে বালুফাররা শ্মশান ঘাটে। ওই এলাকার বাসিন্দা রাবিউল ইসলাম জানান, একই গ্রামে আমরা বহুদিন যাবৎ হিন্দু-মুসলিম মিলেমিশে বসবাস করি। ওরা যেমন বিজয়া দশমীতে রসগোল্লা জিলিপি নিয়ে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসেন, তেমনি আমরাও ঈদে আমাদের বাড়িতে তাদের আমন্ত্রণ জানাই। এমনকি আমরা এক কাপ চাও দুজনে ভাগ করে খাই। মৃতার ছেলে রূপক ঠাকুরের বক্তব্য, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই পাড়ায় তথা বাঙ্গীটোলা অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম মিলেমিশে থাকি। কোনোদিন কোন সমস্যা হয়নি। বরং আমরা একে অন্যের পরিপূরক।

আজ অক্সফোর্ডে মমতার বক্তৃতার দিকেই নজর

তুলে ধরবেন বাংলায় মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সাফল্য

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলোগ কলেজের একটি ভরা হলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেবেন। সূত্রের খবর, দর্শকদের জন্য ২০০টি আসন বুক করা হয়ে গিয়েছে। সংলগ্ন হলরুমে আরও ২০০ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারা ভার্চুয়ালি ভাষণ দেখতে পারবেন। জানা গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলায় মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং তার সাফল্য' শীর্ষক বক্তৃতা দেবেন। সেদিকেই এখন নজর তিনি কি বার্তা দেন। বক্তৃতা শেষে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও কেলোগ কলেজের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জোনাথন মিশি ওবিই এবং হাউস অব লর্ডসের সদস্য ও বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর ব্যারন বিলিমোরিয়ার সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কল্যাণমূলক উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ আমন্ত্রিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তৃতায় কন্যাশ্রী, রূপশ্রী এবং লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো প্রকল্পগুলি তুলে ধরবেন বলে আশা করা হচ্ছে, ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামগুলি যা নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলার দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ দিয়েছে। ব্রিটেন সফরে গিয়ে ওয়েস্টমিনস্টারের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্তির কাছে থামেন এবং শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসাবে মূর্তির গোড়ায় একটি ফুল রাখলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই মুহূর্ত শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে এমন কিছু অনির্বচনীয় বিষয় রয়েছে যা তাকে শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে বাধ্য করে। আজ আমি লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টারের পার্লামেন্ট স্কয়ারে তার মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করি। এই স্মৃতিসৌধটি তার আদর্শের একটি কালজয়ী স্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, যা বিশ্বজুড়ে প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডনের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, যেমনটি তিনি বেশিরভাগ সময় সফরে করে থাকেন। এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, আমি সর্বদা বিশ্বাস করি যে কোনও জায়গার সত্যিকারের অভিজ্ঞতা অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল খালি পায়ে হেঁটে, গাড়ির জানালার পিছনে থেকে নয়। এটি আপনাকে সুস্পষ্টভাবে বাইরে দেখতে দেয়, মানুষ, রাস্তাঘাট এবং ইতিহাসের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে দেয় যা তাদের রূপ দিয়েছে। মমতার সঙ্গে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরও অনেক বিশিষ্টজন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও উল্লেখ করেছেন: মিশেল ডি সার্তো একবার লিখেছিলেন যে হাঁটা লেখকত্বের একটি কাজ, শহরের ফ্যাব্রিকের মধ্যে নিজেকে খোদাই করার একটি উপায়। আমি যখন লন্ডনের কালজয়ী রাস্তায় হাঁটছিলাম, আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে প্রতিটি যাত্রা কেবল আমরা কোথায় যাচ্ছি তা নয়, তবে আমরা কীভাবে আমাদের চারপাশের বিশ্বকে অনুভব করি তা বেছে নিই।

পাটনায় ল' বোর্ডের ডাকা ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ সভায় হাজির লালু-তেজস্বী

আপনজন ডেস্ক: ১৭ মার্চ নয়াদিল্লিতে বিশাল বিক্ষোভের ঠিক এক সপ্তাহ পরে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) এবং অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠীগুলি বুধবার ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ করেছে পাটনায়।

বিক্ষোভে যোগ দেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব, বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব, সমাজবাদী সাংসদ মহিবুল্লা নাদভি, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের (আইইউএমএল) সাংসদ ইটি বশির, অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) বিধায়ক আখতারুল ইমান, ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর।

গর্দানিবাগে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তেজস্বী বলেন, মুসলিমদের লড়াইয়ে আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছি। লালুপ্রসাদ তাঁর অসুস্থতার মধ্যেও আপনাকে সমর্থন করতে এসেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার 'দেশ ভেঙে গণতন্ত্রকে শেষ করে দেওয়ার' চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে তিনি একে সংবিধানের বুনটের ওপর 'আক্রমণ' বলে অভিহিত করেন। সংবিধানকে শেষ করার চেষ্টা চলছে। আমরা সংবিধান এবং গঙ্গা-যমুনা তেহজিবে বিশ্বাস করি। যে কোনও মূল্যে আমরা নিশ্চিত করব যে এই বিলটি পাস হবে না। তেজস্বী জানান, আরজেডি বিধায়করা বিহার বিধানসভা এবং বিধান পরিষদ উভয় ক্ষেত্রেই মুলতুবি প্রস্তাব এনে বিলটি নিয়ে বিতর্ক শুরু করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হট্টগোলের জেরে সভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। বিহার বিধানসভা হোক বা বিধান পরিষদ, আমরা এই 'অসাংবিধানিক' ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজ আমরা আলোচনার দাবি জানিয়েছিলাম, কিন্তু সভা মুলতুবি করে দিতে হয়েছে। যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) দল যখন বিহার সফরে যায়, তখন আরজেডি নেতারা এই বিলের বিরোধিতা করেন।

তিনি বলেন, জেপিসি দল যখন বিহারে এসেছিল, তখন আমাদের দলের সদস্যরা দৃঢ়ভাবে তাদের মতামত জানিয়েছিলেন যে এই বিলটি পাস করা উচিত নয়। কোনও বিল সংবিধানের বিরুদ্ধে গেলে সকলকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কিছু দল ক্ষমতায় থাকার জন্য এই বিলকে সমর্থন করছে। এর জন্য কোনও নিন্দাই যথেষ্ট নয়। হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (সেকুলার) এবং লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) সম্পর্কে পরোক্ষে এই মন্তব্য করেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও লালুর জনসমক্ষে উপস্থিতি ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুসলিম-যাদব (এমওয়াই) ভোটারের ভিত্তিতে সুসংহত করার আরজেডির কৌশলকে প্রতিফলিত করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুহবুল্লাহ নাদভি বলেন, এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে সংবিধান নিয়ে খেলা করার পর নরেন্দ্র মোদী সরকার সংবিধানকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে।এই সরকার মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। সমাজবাদী সাংসদ বলেন, দেশ কখনও এমন বৈষম্য দেখেনি। দেশে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিহারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে নাদভি প্রান্তিক জাতি ও মুসলমানদের তাদের অধিকার রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

এটা সংবিধান রক্ষার লড়াই। রাস্তায় নেমে হিন্দু-মুসলিম দুই দলই লড়বে। এ ব্যাপারে আমরা পিছু হটব না। এ বিষয়ে আমরা আপস করতে পারি না। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ চাইনি। আমরা কোনো দাবি করিনি। কিন্তু আপনি আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন। দলের রাজ্য সভাপতি তথা এআইএমআইএম-এর আখতারুল ইমান বলেন, ওয়াকফ বিল একটি কালো আইন এবং সংবিধানের উপর আক্রমণ। ইমান বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং তিন তালাক আইনের পরে সরকার ওয়াকফ বিল এনেছিল কেবল মুসলমানদের সম্পত্তি দখল করার জন্য নয়, দেশে নাগরিক অশান্তি তৈরি করার জন্যও।

দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে আত্মত্যাগ করেছেন, আমাদেরও সেভাবে মরতে হবে। কিন্তু আমরা দেশে নাগরিক অশান্তি হতে দেব না, বিলও পাশ করাতে দেব না। এআইএমআইএম বিধায়ক বলেন, ওয়াকফ বিল আইনে পরিণত হলে তা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে। কবরস্থান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে; মসজিদগুলো তালাবদ্ধ করে দেয়া হবে এবং দরগাহগুলো ধ্বংস করা হবে। আমরা সবকিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু আমাদের ধর্ম থেকে দূরে থাকতে পারি না। আমি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, (হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার সভাপতি) জিতন রাম মাঝি এবং (লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান) চিরাগ পাসোয়ানকে বলতে চাই যে আপনারা ভুলে যাবেন না যে ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে মুসলিমদের সমর্থন পেয়েছেন। আইইউএমএল সাংসদ ইটি বশির বলেছেন, ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সংবিধান রক্ষার প্রচারের একটি অংশ।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিলটি সংসদে পাস হলে ওয়াকফের সমস্ত সম্পত্তি সরকার দখল করে নেবে। সমাবেশে এক বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যখন বিদেশে যান, তখন তারা বলেন যে তারা বুদ্ধের ভূমি থেকে এসেছেন এবং ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তারা ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি করে আমাদের সকলকে হয়রানি করছে।

ঈদে 'পরিযায়ী শ্রমিক'দের বাড়ি ফেরার জন্য অবশেষে মাত্র একটি স্পেশাল ট্রেন ঘোষণা

কী বলছেন জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্টজনরা

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব থেকে শুরু করে সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতি বছর বিশেষ ট্রেন চালিয়ে থাকে ভারতীয় রেল। প্রতিবছর ঈদ উপলক্ষে পূর্ব রেলের তরফ থেকে বিশেষ করে শিয়ালদহ ডিভিশনে স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়। কিন্তু এবছর মাত্র একটি ট্রেন ঈদের আগের দিন চালানোর ঘোষণা দিয়েছে পূর্ব রেল। বুধবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রেল দপ্তর জানিয়েছে সে কথা। অন্যান্য সময় উৎসব কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক আগে থাকতে ঘোষণা করা হয়ে থাকলেও এবারে একেবারে প্রায় শেষ মুহূর্তে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হল। এ নিয়ে বিশিষ্টজনদের মতামত তুলে ধরেছেন 'আপনজন' সাংবাদিক সারিউল ইসলাম।

"

রেল দপ্তরকে ইতিমধ্যে দু'বার চিঠি দিয়েছি। ট্রেন চালানোর আশ্বাস দিয়েছে তারা।

অধীর চৌধুরী
প্রাক্তন সাংসদ বহরমপুর

"

ডিআরএমের সঙ্গে কথা বলেছি। দু-একটি ট্রেন দেওয়ার কথা আছে।

আবু তাহের খান
সাংসদ মুর্শিদাবাদ

"

রেল দপ্তরের উচিত ছিল একসপ্তাহ আগে থেকে স্পেশাল ট্রেন চালানো। ঈদ উপলক্ষে ট্রেন দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।

রেয়াত হোসেন সরকার
বিধায়ক (ভগবানগোলা)

"

রেল দপ্তরকে বহুবার বলা সত্ত্বেও তারা আমাদের কথাকে গুরুত্ব দেয়নি। এর আগেও রাজ্যসভাতে একাধিকবার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম।

সামিরুল ইসলাম *সাংসদ ও চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ*

"

প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন ভাগীরথী এক্সপ্রেসে বাড়ি ফিরলাম। আমরা চারজন ছিলাম, শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে মারাত্মক ভিড়। চরম ভোগান্তির শিকার হয়ে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নামলাম।

হাফিজুল শেখ *কলকাতা ফেরত পরিযায়ী শ্রমিক*

"

দিল্লির দুর্ঘটনা থেকে রেল দপ্তরকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। যাত্রী সুরক্ষা মাথায় রেখে একসপ্তাহ আগে থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য স্পেশাল ট্রেন চালানো উচিত ছিল।

রফিক হোসেন *সভাপতি, মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন*

"

আইপিএলে বিশেষ ট্রেন চললে ঈদ উপলক্ষে কেন নয়, সেই প্রশ্ন করে রেলকে স্পেশাল ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে এসে রেল দপ্তর ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শ্রমিকদের জন্য সেই ট্রেন চালানো এক ধরনের প্রহসন। কারণ, পরিযায়ী শ্রমিকরা সাধারণত উৎসবের ৩-৪ দিন আগে বাড়ি ফিরতে শুরু করে, উৎসবের আগের দিন ট্রেন চালানো প্রহসন মাত্র।

আসিফ ফারুক
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চ

"

আমরা প্রায় ৩০ জন সোমবার রাতে মুম্বাইতে ট্রেনে উঠেছিলাম, চরম ভোগান্তির শিকার হয়ে হাওড়ায় নেমেছি। কিন্তু শিয়ালদহ থেকে কোন স্পেশাল ট্রেন চলছে না শুনলাম, ট্রেনে করে বাড়ি ফিরতে পারবো কিনা তাতে সন্দেহ, হয়তো বাড়তি ভাড়া দিয়ে বাসে বা অন্য কোন পথ অবলম্বন করতে হবে আমাদের।

লিয়াকত আলী
পরিযায়ী শ্রমিক (ভগবানগোলা)

ঈদে অবশেষে স্পেশাল ট্রেন

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: ইস্টার্ন রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশন বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ঈদ উপলক্ষে শিয়ালদহ ও লালগোলার মধ্যে একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০ মার্চ শিয়ালদা থেকে বেলা ১১.৫৫ তে লালগোলা গামী ট্রেন ছাড়বে। লালগোলা থেকে ১ এপ্রিল শিয়ালদাগামী ট্রেন ছাড়বে বিকাল ২.১৫ মিনিটে।

প্রথম নজর

আবর্জনা ফেলতে এসে বাধার মুখে পুরসভার গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার জগাছার আড়ুপাড়ায় বেলগাছিয়া ভাগাড়ের ময়লা আবর্জনা ফেলতে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়লো পুরসভার গাড়ি। বুধবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। আবর্জনা ফেলা নিয়ে ওই এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।বেলগাছিয়া ভাগাড়ের বদলে জগাছার আরুপাড়া এলাকায় ময়লা ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা। আজ সেখানে আবর্জনা ফেলতে গেলে এলাকার মানুষজন বাধা দেন। আটকে দেন ময়লা ফেলার গাড়ি। ময়লা ফেলা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হলে উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়।

হিলিতে ঈদ উপলক্ষে দুস্থদের খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সামনেই পবিত্র ঈদুল ফিতর। চলছে রমজান মাসও। এই শুভ সময়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়াল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'আপনজন'। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ব্লকের এই সংস্থার উদ্যোগে হিলি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রায় ৭০ জন দুস্থ মানুষের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সংস্থার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
তাঁদের মতে, উৎসবের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াই প্রকৃত মানবিকতা। সমাজের অন্যান্য সংগঠনও যেন এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ায়, সেই আবেদন জানিয়েছেন অনেকেই।

দীর্ঘদিন পর বোলপুর পুরসভার চিত্রা মোড়ে রাস্তার কাজ শুরু হল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরবাসীর কাছে সুখবর দীর্ঘ প্রতীক্ষা পর আজ সকাল থেকে চিত্রা মোড়ে রাস্তার কাজ শুরু হল। বোলপুর পৌরসভা মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই চিত্রার মোড়।
চিত্রার মোড়ে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ ও বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে। আবার চিত্রা মোড়ে শুধু যানবাহন চলাচল করে তাই নয় এখানে অনেক ডাক্তারবাবুদের চেম্বার আছে এবং প্যাথলজি সেন্টার, স্ক্যান সেন্টার শুরু করে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে আছে। তাই বহু রোগী এবং রোগীর পরিবারের যাতায়াত। এছাড়াও চিত্রার মোড়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেন তাদের প্রচন্ড ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল।
বুধবার সকাল থেকে কাজ শুরু হওয়াতে খুশির হাওয়া বইছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কারণ এই রাস্তা সুন্দরভাবে যাতে হয় তাহলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ চলাফেরা ও যান চলাচল করতে পারবে এই আশা।

২০শে এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বানে রামপুরহাটে মিছিল

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: শ্রমিক কৃষক ক্ষেত মজুর ও বস্তি সমাজের আহবানে আগামী ২০শে এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বান করা হয়েছে। শ্রমিক কৃষক ক্ষেতমজুর ও বস্তি সমাজের দাবি আদায়ের লড়াই ও গোটা দেশ জুড়ে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সমাবেশের আহ্বান বলে জানানো হয়েছে। এই সমাবেশে মূলত দাবি হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি সরকার শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের আইন ৮ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১২ ঘন্টা করার চেষ্টা করছে। এবং শ্রমিকদের শ্রমের টাকা বাড়ানোর বন্ধ করার আইন আনার চেষ্টা করছে। শ্রমজীবী কৃষক ও বস্তি মানুষের আগামী দিনের চরম সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে জানানো হচ্ছে মিছিল থেকে। এবং এর সম্পূর্ণ দায় কেন্দ্রীয় সরকার এরপর তুলছেন আন্দোলনকারীরা। বস্তিবাসীদের জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি,শ্রমিকদের ন্যায্য শ্রমের দাবি ১০০ দিনের কাজের পরিবর্তে ২০০ দিনের কাজের দাবি এবং প্রতিদিনের শ্রমের মূল্য ন্যূনতম ৬০০ টাকা করার দাবি নিয়ে কৃষকের মজুর ও বস্তিবাসীদের এই দাবি নিয়ে আগামী ২০শে এপ্রিলের ব্রিগেড সমাবেশ।

থানায় আইআইটি গবেষককে বেধড়ক 'মারধর', অভিযুক্ত পুলিশ তবু বহাল তবিয়তেই!

সোচ্চার বন্দি মুক্তি কমিটি ও এপিডিআর

আসিফ রনি ও সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আইন রক্ষক যখন নিজেই আইন ভাঙেন, তখন বিচার চাইবে কার কাছে? সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার মধ্যেই পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলেছেন আইআইটি খড়গপুরের গবেষক ইমন কল্যাণ।
মুর্শিদাবাদের ডোমকলের রমনা এতবার নগরের বাসিন্দা ইমন কল্যাণ। বাবা হজরত আলি জমি রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ করেন ডোমকল থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে তার বাড়ি।
ব্যাঙ্কের পাশ বই হারিয়ে যাওয়ায় ডোমকল থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে গিয়েছিলেন। আর সেখানে গিয়ে পুলিশের হাতেই আক্রান্তের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন আইআইটি খড়গপুরের গবেষক ইমন কল্যাণ।
তার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় গোটা এলাকা। ঘটনায় সোচ্চার মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর ও বন্দী মুক্তি কমিটি।
অভিযোগ, ডোমকল থানার পুলিশের একাংশ সহকারী উপ-পরিদর্শকের (এসআই) নেতৃত্বে গবেষককে থানার মধ্যে বেধড়ক মারধর করেছেন।
আক্রান্ত গবেষকের দেহে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট।
এই ঘটনায় ইমন কল্যাণ অভিযোগ জমা দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, এবং ডোমকল থানার কর্মকর্তা ও মহকুমা শাসকের (এসডিও) কাছে।
পুরো ঘটনায় মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপার যথাযথ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।
ইমন কল্যাণ জানান, ব্যাঙ্কের পাশ বই হারিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত সাধারণ ডায়েরি (জিডি) এন্ট্রি করতে সোমবার দুপুরে ডোমকল থানায় গিয়েছিলেন।
আবেদনপত্র, আধার কার্ডের জেরক্স, প্রত্যায়িত কপি পাওয়ার জন্য নথিপত্র জমা দেওয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী নথি দেখে ব্যাঙ্ক থেকে স্ট্যাম্প মেরে আনতে বলেন। তা সম্ভব ছিল না কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের (এসবিআই) অ্যাকাউন্ট খড়গপুর শাখায়। ফলে

থানায় পুলিশি 'অত্যাচারের' নমুনা দেখাচ্ছেন ইমন কল্যাণ

ইমন কল্যাণের বাড়িতে মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিরা

আইআইটি গবেষক ইমন কল্যাণ

অভিযুক্ত এসআই উজ্জ্বল বিশ্বাস

সাধারণ ডায়েরি নিতে অস্বীকার করা হয়। "কেন সাধারণ ডায়েরি নেবেন না?" জিজ্ঞাসা করতেই বাদানুবাদ হয়। অভিযোগ, থানার বেশ কিছু কর্মী চড়াও হন। থানার মেজ বাবু উজ্জ্বল বিশ্বাস (সহকারী উপ-পরিদর্শক, ডোমকল থানা) সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন। এরপর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আইসি) ঘরের উল্টো দিকে শেষ দরজা দিয়ে ডানদিকের ঘরে যেতে বলেন। অভিযোগ, ডোমকল থানার পুলিশ সহকারী উপ-পরিদর্শকের নেতৃত্বে বেধড়ক মারধর করেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে বেতের লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়।
গোটা ঘটনায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভম বাজাজ 'আপনজন'কে জানিয়েছেন, "ঘটনার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে"।
ইমন কল্যাণ জানান, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) ও মহকুমা শাসকের (এসডিও) কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে এ ঘটনায় তীব্র সোচ্চার হয়েছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর ও বন্দি মুক্তি কমিটি। বুধবার এপিডিয়ারের একটি প্রতিনিধি দল যায় আক্রান্তের বাড়ি। কথা বলেন থানার আইসির সঙ্গেও।
জেলা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী বলেন, আইসির উপস্থিতিতে কিভাবে ঘটল এমন ঘটনা ? আমরা বিষয়টিকে জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো, এবং আক্রান্ত ইমন যতদূর যেতে চাই আমরা তাঁর পাশে থাকব।
অন্যদিকে বন্দীমুক্তি কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে এ ঘটনা তীব্র নিন্দা জানিয়ে জানানো হয়, অভিযুক্ত এস আই উজ্জ্বল বিশ্বাসকে অবিলম্বে কর্তব্য থেকে সরিয়ে তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে।

তৃণমূলের পার্টি অফিস ভেঙে যাত্রী প্রতীক্ষালয়, সাধারণ মানুষ খুশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ক্যানিং

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে।তেমনটাই প্রমাণ করলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টী অফিস ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে গড়ে তুললেন যাত্রী প্রতিক্ষালয়।
উল্লেখ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অফিস দখল করে নেওয়ার ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তাদের নিজেদের মা মাটি মানুষের দলীয় অফিস ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তৈরী করলেন ঝাঁ চকচকে যাত্রী প্রতিক্ষালয়।এমন অবাক করা কান্ড খোদ ক্যানিং মহকুমা তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিরল।
ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল

লাগোয়া তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিস ছিল।বর্তমানে সেই অফিস ভেঙে ফেলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা সাধারণ রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনের কথা ভেবে,গড়ে তোলা হয়েছে ঝাঁ চকচকে যাত্রী প্রতিক্ষালয়। যেখানে সাধারণ মানুষ আরামদায়ক ভাবে ২৪ ঘন্টা বিশ্রাম নিতে পারবেন। পার্টী অফিস ভেঙে সাধারণ মানুষের জন্য এমন কর্মকান্ডকে প্রসংশা করেছে এলাকার মানুষজন সহ বিশিষ্টজনেরা।
সুত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে সাধারণ মানুষের জন্য এই যাত্রী প্রতিক্ষালয় উন্মুক্ত করা হবে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও বিশ্রামাগার আগামী দিন ক্যানিংয়ের মডেল হয়ে উঠবে। বর্তমান বঙ্গের রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে আলাদা বার্তা বহন করছে ক্যানিংয়ের বিধায়কের এই কর্মকাণ্ড।

বাল্য বিবাহ ও বাল্য শ্রম প্রতিরোধ কর্মসূচি বীরভূম জেলাজুড়ে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: চারদিকে জনরব উঠেছে জেলা জুড়ে এক স্বর, বাল্য বিবাহ রদ কর। উল্লেখ্য জেলার বুকে বাল্যবিবাহের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।যা নিয়ে জেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন মহলে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাল্যবিবাহ এএক জলজ্যান্ত সমস্যা।তাই বাল্যবিবাহ রোধে নতুন আঙ্গিকে জেলা জুড়ে একযোগে জেলা শাসকের উদ্যোগে এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে জেলার বিদ্যালয়গুলি বাল্য বিবাহ রোধে একজোট হয়ে রাঙামাটির পথে নেমেছে। গত ২৪ শেখ মার্চ অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক শ্লোগান সম্বলিত প্লেকার্ড ব্যানার সহযোগে পদযাত্রা বের হয়। সেরূপ জেলার অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় সিউড়ি সংলগ্ন কড়িধ্যা যদু রায় মেমোরিয়াল এন্ড পাবলিক স্কুলের পক্ষ থেকেও উক্ত বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হয়।গত ২৪ শে মার্চ ছাত্র ছাত্রীদের পদযাত্রা কর্মসূচির পর ২৬ শে মার্চ সাধারণ সভা এবং সচেতনতা মূলক নাটকের আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ ডি এম ডেভেলপমেন্ট বিশ্বজিৎ মোদক, সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী ছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শিক্ষিকারা। অনুষ্ঠানের শুরুতে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে অন্যতম অনুঘটকের কাজটি করেন পুরোহিত। তাই এদিন শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে রাখা হয় পুরোহিত মহাশয়কেও। তিনিও শপথ বাক্য পাঠে যোগ দেন। সবশেষে ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা প্রযোজিত নাটক নারী নক্ষত্র পরিবেশিত হয়। এদিন উপস্থিত বিশেষ অতিথিরা জন জাগরণের প্রতি জোর দেওয়ার কথা বলেন।
অনুরূপ জেলার রাজনগর,নাকড়াকোন্দা, লোকপুর, বড়রা, পাঁচড়া সহ জেলার প্রতিটি অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে দিনটি পালনের খবর পাওয়া যায়। পাঁচড়া বসন্ত কুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত খয়রাসোল পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তথা আশা কর্মী প্রান্তিকা চ্যাটার্জি বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে বাল্যবিবাহ হচ্ছে একটি মারাত্মক ব্যাধি। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে না করতেই অনেক বাবা মা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। বিয়ের উপযুক্ত বয়স হোক বা না হোক। যার ফলে সেক্ষেত্রে যে পরিনতি ঘটছে তা খুবই ভয়ঙ্কর।কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের শারীরিক মানসিক অবস্থার বিকাশ হচ্ছে না। যার ফলে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে চরম হেনস্থার শিকার হতে হয়। পাশাপাশি কম বয়সে গর্ভধারণ করা এবং অপুষ্ট শিশুর জন্ম। সেক্ষেত্রে অনেক সময় মা ও শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। জেলা শাসকের এরূপ পদক্ষেপ থেকে সকল স্তরের মানুষজনকে এগিয়ে আসা এবং সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি করা তবেই বাল্য বিবাহ রোধ করা সম্ভব হবে।

দাভাঙ্গা কাদেরীয়ায় ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: কুলগাছিয়ার দাভাঙা কাদেরীয়া খান কা শরীফে দাওয়াত ই ইফতার মজলিস ও জিকরে সাহাদত পাক -এর মজলিস অনুষ্ঠিত হল বুধবার।পরিচালিত করেন মেদনীপুর খান কা শরীফ-এর পীর ও মুর্শেদ হুজুর সৈয়দ শা ও মুস্তাফা জামিল আল কাদেরী। উপস্থিত ছিলেন খান কা শরীফ এর খলিফা সেখ সাহাবুল শা কাদেরী সহ অন্যান্যরা। সেখ সাহাবুল শা

কাদেরী বলেন,আমরা বিগত বছর গুলি ন্যায় এ বছরেও দাভাঙা খান কা শরীফ এ ইফতার মজলিস আয়োজন করিয়াছিলাম।

ঈদ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক নানুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় নানুর থানার অন্তর্গত নানুরে বিভিন্ন মসজিদের ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে আসন্ন ঈদ উপলক্ষে সমন্বয় বৈঠক করা হয়। যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কোন রকম অপ্রতিকর দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন তৎপর। এছাড়া প্রশাসনকে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। উপস্থিত ছিলেন নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্যরা।

ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র বিলি মন্ত্রীর

সেখ আবদুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: বুধবার হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হরিপাল লোকমঞ্চে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে হরিপাল ব্লকের ১৫টি অঞ্চলের ৩৫০০ জন সংখ্যালঘু মা ভাই বোনদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মাদ্রাসা উন্নয়ন বোর্ডের মুখপাত্র সাজ্জাদ হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উলুবেড়িয়া-১ ব্লকে বিশ্ব জল দিবস পালন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বুধবার একটি বিশেষ জনসচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।উক্ত অনুষ্ঠান থেকে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং বর্তমান জল সংকটের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠান থেকে বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক বিশ্বজুড়ে হিমবাহ গলনের প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতা এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। একই সঙ্গে জলের অপচয় রোধ, জল সংরক্ষণ এবং এর পুনর্ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিডিও-র আর সংযোজন," জল আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ। এর সংরক্ষণ আমাদের সকলের দায়িত্ব। বিশ্ব জল দিবসে এই সচেতনতা শিবির আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষকে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের জল সংরক্ষণে উৎসাহিত করা।"
এদিনের এই সচেতনতা শিবির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জল সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক সহ ওই ব্লকের ৯টি পঞ্চায়েতের মহাসংঘের নেত্রী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা।

দাওয়াতে ইফতার মজলিশ মগরাহাট থানায়

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট থানার উদ্যোগে এক মহৎ ইফতার মজলিস আয়োজন করা হয়। এই ইফতার মজলিসে জাতি,ধর্ম,বর্ণ,দলমত নির্বিশেষে কাতারে কাতারে যোগদান করেন প্রায় শত শত মানুষের ঢল নেমে আসে এই ইফতারের মজলিসে। ভিলেজ পুলিশ বিনোদ বাবু জানান গত বছর ও আমাদের থানার পক্ষ থেকে এভাবে আয়োজন করেছিল আমরা এই দিনটি খুব আনন্দ উপভোগ করি।মনোমুগ্ধ হয়ে নিজেরা নিজেদের সময় কে কাজে লাগিয়ে থাকি। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়িকা নমিতা সাহা, সভাপতি রুনা ইয়াসমিন,সহ সভাপতি সেলিম লস্কর, মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পীযূষ কান্তি মন্ডল, যুবনেতা বাচ্চু শেখ, সন্তোষ ট্রফি জয়ী ফুটবলার আবু সুফিয়ান ছাড়াও একাধিক সম্মানিত গুনিজন ব্যক্তি বর্গদের দেখা যায়। মগরাহাট থানার ভাতার আধিকারিক পীযূষ কান্তি মন্ডল বলেন জাতি ধর্ম কোন ভেদাভেদ না রেখে আমরা সমস্ত মানুষকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানাই এই ইফতার মজলিসে তারা এসে প্রার্থনা করেন এবং ইফতার আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন প্রত্যেকের মধ্যে একটা ভাতৃত্ববোধ ও মেলবন্ধনের আবদ্ধ হয়। খুব ভালো লাগলো এই দিনটি।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ইফতার মজলিশ

মহম্মদ নাজিম ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সম্প্রীতির বার্তা দিতে বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (বি) ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কনভেনার সোমনাথ মিত্র ও রতন সাহার উদ্যোগে রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের পেমা ভক্তিপুর কে এস হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রায় দুই শতাধিক মানুষ ইফতার মাহফিলে হাজির হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি হারাধন চন্দ্র দাস, মহিলা সেলের সভাপতি সুজাতা সাহা, মহিলা নেত্রী শেফালী খাতুন, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি নূরে আজম ও বরুই অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা একরামূল হক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

প্রথম নজর

৫০ বছর মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষার পর অবশেষে মুক্তির পালা

আপনজন ডেস্ক: প্রায় ৫০ বছর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন জাপানি এক ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অবশেষে তাঁকে ক্ষতিপূরণসহ মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। ৮৯ বছর বয়সী ইওয়া হাকামাতাকে মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি ২১ কোটি ৭০ লাখ ইয়েন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই ক্ষতিপূরণ প্রায় ১৭ কোটি ৫৪ লাখ টাকারও বেশি। হাকামাতার আইনজীবীদের বরাতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, জাপানের ইতিহাসে কোনো ফৌজদারি মামলার জন্য এটাই সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ।

১৯৬৮ সালে হাকামাতা তাঁর বস, বসের স্ত্রী ও তাঁদের দুই সন্তানের হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তবে গত বছর নতুন করে মামলাটি পর্যালোচনা করা হলে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। হাকামাতার আইনজীবীরা সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের দাবি করেছিলেন। তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন, ৪৭ বছর কারাগারে থাকার ফলে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।

বিচারক কুনি কোশি সোমবার ওই ক্ষতিপূরণের আদেশ দেন এবং স্বীকার করেন যে, হাকামাতা অত্যন্ত গুরুতর মানসিক ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করেছেন। হাকামাতাকে ক্ষতিপূরণের এই অর্থ প্রদান করবে জাপান সরকার। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো এটিকে দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ক্ষতিপূরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। হাকামাতার মামলা জাপানের দীর্ঘতম ও অন্যতম আলোচিত বিচারিক ঘটনা। ২০১৪ সালে তাঁর মামলাটি পুনরায় বিচারের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তখনই তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। প্রায় অর্ধশত বছর আগে এই মামলাটি যারা তদন্ত করেছিলেন, তাঁরাই হাকামাতাকে মিথ্যা প্রমাণ দিয়ে ফাঁসিয়েছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়। এ অবস্থায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে জাপানের দক্ষিণ উপকূলীয় শহর শিজুওকার একটি আদালতে বিচারক হাকামাতাকে খালাস দিলে, সেখানে উপস্থিত শত শত মানুষ 'বানজাই' (হুররে) বলে উল্লাস প্রকাশ করেন। তবে মানসিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেদিনের সেই শুনানিতে উপস্থিত থাকতে পারেননি হাকামাতা। এই মামলা জাপানের বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষ করে পুনঃবিচারের দীর্ঘসূত্রতা এবং জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির অভিযোগের বিষয়ে।

বিমানের ডানায় ১২ ঘণ্টা কাটালেন ২ শিশু সন্তানসহ পাইলট

আপনজন ডেস্ক: আলাস্কার বরফ হ্রদে ভেঙে পড়ল ছোট একটি বিমান। ভেতরে থাকা দুই শিশু সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে তাদের নিয়ে বিমানের ডানায় ভর করলেন পাইলট। হিমশীতল বরফজলে অর্ধডুবন্ত ওই বিমানের ডানায় বসে থেকে সারারাত কাটিয়ে দিলেন তারা। প্রায় ১২ ঘণ্টা পর সোমবার তাদের জীবিত উদ্ধার করে আলাস্কা ন্যাশনাল গার্ড।

ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। রোববার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১০টায় তুস্তেমেনা হ্রদ ও কেনাই পর্বতমালার এলাকায় পাইপার পিএ-১২ সুপার ক্রুজার বিমানটি নিখোঁজ হয়। নির্ধারিত সময়ে বিমানটি ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। পরে অনুসন্ধানে বের হন একদল স্বেচ্ছাসেবক পাইলট। অনেক খোঁজাখুঁজি করে হিমশীতল বরফ হ্রদে বিমানটিকে ভাসতে দেখেন পাইলটদের একজন। নিঁখোজের ১২ ঘণ্টা পরে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আলাস্কা স্টেট ট্রুপার্স সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ সকালে একটি সামারিটান বিমান তুস্তেমেনা হ্রদের পূর্ব পাশে বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা গেছে, আংশিকভাবে ডুবে যাওয়া বিমানের ডানায় তিন ব্যক্তি বসে আছেন। স্থানীয় আবহাওয়ার রেকর্ড অনুসারে, উদ্ধারকারীরা রাতভর শূন্যের নীচে তাপমাত্রায় তিনজনকে খুঁজে বের করার জন্য ছোটাছুটি করেন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। বিমানে থাকা তিনজন গুরুতর অসুস্থ হলেও তারা আশঙ্কা মুক্ত।

'হিজাব' দিয়ে মোড়া আইফেল টাওয়ার, বিজ্ঞাপন ঘিরে উত্তাল ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: ইসলামি পোশাকের ব্র্যান্ড মেরাচির একটি বিজ্ঞাপন নিয়ে ফ্রান্সে চলছে তুমুল বিতর্ক। স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচার করা এ বিজ্ঞাপনটিতে দেখা যায়, আইফেল টাওয়ার একটি হিজাবে মোড়ানো। আর ক্যাপশনে লেখা রয়েছে–'ফরাসি সরকার মেরাচিকে আসতে দেখলে ঘৃণা করে। '

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সানডে টাইমস জানিয়েছে, ফ্রান্সে সরকারি স্কুল ও অফিসে হিজাব নিষিদ্ধ থাকায় এই বিজ্ঞাপনটি সেখানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ফরাসি জাতীয় টেলিভিশন ও রেডিওতে বিশ্লেষকরা এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, এটি সরকারবিরোধী স্লোগানকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করার একটি কৌশল।

বিজ্ঞাপনটিতে সরাসরি ধর্মের উল্লেখ না থাকলেও, এটি ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

কট্টর ডানপন্থী রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল র‍্যালির নেতারা এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। দলটির সংসদ সদস্য লিসেট পোলেট স্যোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'এটি আইফেল টাওয়ারের জন্য অবমাননাকর। ' নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামভিত্তিক ব্র্যান্ড মেরাচি মূলত অনলাইনে ফ্রান্সে ব্যবসা পরিচালনা করে।

সম্প্রতি প্যারিসের মারাইস অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটি একটি অস্থায়ী দোকানও চালু করেছে। তবে প্রতিষ্ঠানের ২৬ বছর বয়সী প্রতিষ্ঠাতা নাদা মেরাচি এখনো এই বিতর্ক নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

বোরকা পরায় প্রথমবারের মতো জরিমানা করল সুইজারল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: ২০২১ সালের গণভোটে পাস হওয়া একটি আইন অনুযায়ী, সুইজারল্যান্ডে এখন জনসমক্ষে মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ। এরই ধারাবাহিকতায়, দেশটির কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো বোরকা পরার জন্য এক নারীকেই জরিমানা করেছে। সোমবার (২৪ মার্চ) রুশ সংবাদমাধ্যম আরটির প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ ঘটনা ঘটেছে জুরিখ শহরে, যেখানে এক নারী প্রকাশ্যে বোরকা পরেছিলেন। সুইস পুলিশ মুখপাত্র মাইকেল ওয়াকার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সুইজারল্যান্ডের নতুন আইন অনুযায়ী–জনসমক্ষে মুখ ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ। এতে মুসলিম নারীদের বোরকা ও নিকাবের পাশাপাশি বিক্ষোভকারী বা ক্রীড়াপ্রেমীদের মুখোশ ও বালাক্লাভাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যগত কারণ, ঠান্ডা আবহাওয়া, কার্নিভ্যাল ইভেন্ট, নির্দিষ্ট ধর্মীয় উপাসনালয়, কূটনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে।

পুলিশের মুখপাত্র ওয়াকার জানিয়েছেন, গোপনীয়তা আইনের কারণে তিনি ওই নারীর বয়স বা তার পোশাক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে পারেননি। তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন, ওই নারী কোনো পর্যটক নন, সুইজারল্যান্ডেরই বাসিন্দা।

ওয়াকার আরও জানিয়েছেন, জরিমানার ১০০ সুইস ফ্রাঁ (প্রায় ১১০ মার্কিন ডলার) দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ওই নারী। ফলে এই মামলাটি এখন প্রাদেশিক গভর্নরের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

২০২১ সালের গণভোটে ৫১.২ শতাংশ ভোটার বোরকা নিষিদ্ধের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। মূলত 'উগ্র ইসলাম' রোধের উদ্দেশ্যে দেশটির ডানপন্থী সুইস পিপলস পার্টি এই আইনের সপক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল। পরে এটি জননিরাপত্তা উন্নয়নের একটি উপায় হিসেবে পাস হয় এবং বিক্ষোভ ও খেলাধুলার ইভেন্টে মুখোশ পরার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যারা এই আইন লঙ্ঘন করবেন, তাদের প্রথমবার ১০০ ফ্রাঁ এবং আদালতে আপিল করা হলে ১ হাজার ফ্রাঁ পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

জানা গেছে, আইনটি পাস হওয়ার আগেই সুইজারল্যান্ডের অর্ধেকের বেশি ক্যান্টন (প্রদেশ) জনসমক্ষে মুখ ঢাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তবে জাতীয়ভাবে আইনটি পাস হলে তা আরও বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে।

এই আইন নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। সমালোচকেরা বলছেন, এটি সুইজারল্যান্ডের ৪ লাখ মুসলিম নাগরিকের ওপর অন্যায়ভাবে প্রভাব ফেলছে, যদিও তাঁদের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই বোরকা বা নিকাব পরেন। সুইস সরকারও শুরুতে এই আইনের বিরোধিতা করেছিল। কারণ এটি পর্যটন শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, এমন আশঙ্কা করা হয়েছিল। দেশটির মুসলিম সংগঠনগুলোও এই আইনটির নিন্দা জানিয়েছে। বোরকা ও নিকাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রথম চালু হয় ফ্রান্সে ২০১১ সালে। এরপর অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ডেনমার্ক, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি এবং স্পেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় এই পোশাকের ওপর আংশিক বা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে।

ফিলিস্তিনি শিশুদের 'মৃত্যুদণ্ড'র পরামর্শ

ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে নিন্দার ঝড়

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে 'বন্দুক' বা 'গ্রেনেড' হাত দিয়ে ধরার জন্য ফিলিস্তিনি শিশুদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পরামর্শ দিয়েছেন অস্ট্রিয়ায় নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত ডেভিড রোয়েট। ইউরোপের দেশটির ইনসব্রুকে ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে তিনি এই বিতর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তবে তিনি গাজার শিশুদের অস্ত্র বহন করার কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি। বৈঠকে গোপনে রেকর্ড করা ভিডিও ফাঁস হওয়ায় এই তথ্য জানা যায়।

দখলদার ইসরায়েলের এই রাষ্ট্রদূতের এমন মন্তব্যে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিও নিয়ে অনেকেই নিন্দা জানিয়েছেন। গত ২৩ মার্চ এক প্রতিবেদনে প্যালেস্টাইন ক্রোনিকলস জানিয়েছে, গত ১৮ মার্চ ভোরে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের দুদিন পর ভিডিওটি রেকর্ড করা হয়। ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত বেসামরিক হতাহতের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'আপনি বিশ্বাস করছেন যে ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুদের লক্ষ্যবস্তু করছে, যা সঠিক নয়। ' জাতিসংঘের শিশু-বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)- এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী গাজায় সাড়ে ১৪ হাজারেরও বেশি শিশুকে হত্যা করেছে। তবে বর্তমানে ইসরায়েলের হাতে নিহত শিশুর সংখ্যা বেড়ে ১৫ হাজার ৬১৩ জনে দাঁড়িয়েছে।

'এরদোগানের অভিনয় শেষ হবে', বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে চলমান বিক্ষোভ আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের এই 'অভিনয়' শিগগিরই শেষ হবে বলে মন্তব্যকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। খবর রয়টার্সের।

গত সপ্তাহে ইমামোগলুকে দুর্নীতির অভিযোগে আটকের পর থেকে দেশটিতে গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিরোধী দল, মানবাধিকার সংগঠন ও ইউরোপীয় নেতারা এই আটককে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও গণতন্ত্রবিরোধী' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইমামোগলুর মুক্তির দাবিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় লাখ লাখ মানুষ ইস্তাম্বুলের সরাচানে পার্ক, আঙ্কারার কুজুলায় স্কয়ারসহ বিভিন্ন শহরের সড়ক ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জড়ো হচ্ছেন। 'এরদোয়ান পদত্যাগ করো' স্লোগান দিয়ে তারা শুধু মেয়রের মুক্তিই নয়, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকারের দাবি জানাচ্ছেন।

সরাচানে পার্কের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী বলেন, সরকার ও পুলিশের প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে এটি আরও দীর্ঘ সময় চলতে পারে। আমি যতটা সম্ভব আসব... কারণ সরকার আমাদের কোনও ন্যায়বিচার দেয়নি।

তিনি আরও বলেছেন, প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল আমাদের আটক করা হতে পারে। কিন্তু এখন আর ভয় পাই না।

মূল বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি (সিএইচপি) মঙ্গলবার সরাচানে পার্কে তাদের শেষ সমাবেশের ঘোষণা দিলেও অনেক বিক্ষোভকারী জানিয়েছেন, তারা প্রতিদিনের বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সুদানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শত শত মানুষকে হত্যার অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: সুদানের পশ্চিম দারফুর অঞ্চলের একটি বাজারে বিমান হামলায় শত শত মানুষকে হত্যার জন্য সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করেছে একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ সংস্থা। ২০২৩ সালের এপ্রিলে শুরু হওয়া সুদানের গৃহযুদ্ধে উভয় পক্ষের নির্যাতনের নথিভুক্তকারী জরুরি আইনজীবী গোষ্ঠী বলেছে, তুর'রা বাজারে বোমা হামলা একটি 'ভয়াবহ গণহত্যা'। যার ফলে শত শত আহতও হয়েছে।

সেনাবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) সোশ্যাল মিডিয়ায় হামলার একটি ভিডিও পোস্ট করেছে।

পোস্ট করা ভিডিওগুলোতে বাজারে মৃতদেহগুলো পড়ে থাকতে দেখা যায়। লাশগুলো চেনা যাচ্ছে না। হামলায় মার্কেটের বেশিরভাগ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মার্কেটের ধ্বংসাবশেষ থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ছে।

সেনা-অধিকৃত এল-ফাশার শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার (২১ মাইল) উত্তরে অবস্থিত এই বাজারে হামলায় নিহতের সংখ্যা বা সঠিক তারিখ বিবিসি নিশ্চিত করতে পারেনি। দারফুরের একটি কর্মী গোষ্ঠী 'দারফুর ইনিশিয়েটিভ ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস' গত সোমবার এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে। একে তারা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে মারাত্মক বোমা হামলা বলে অভিহিত করেছে।

একজন সামরিক মুখপাত্র বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার কথা অস্বীকার করে বলেছেন, তারা কেবল বৈধ শত্রু লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করেছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেশটির নৃশংস গৃহযুদ্ধে যুদ্ধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোমা হামলা এবং গোলাবর্ষণে বেসামরিক মানুষের মৃত্যু তীব্র হয়েছে। সুদানের সশস্ত্র বাহিনী এবং আরএসএফ উভয়ের বিরুদ্ধেই বারবার বেসামরিক এলাকায় গোলাবর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। আরএসএফ দারফুরে ড্রোন মোতায়েন করেছে, কিন্তু সেনাবাহিনীর হাতে যুদ্ধবিমান রয়েছে এবং তারা নিয়মিতভাবে অঞ্চলজুড়ে আরএসএফ অবস্থানগুলোতে হামলা চালায়। সেনাবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) একটি আধাসামরিক গোষ্ঠী, যা দারফুরের বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪মি.

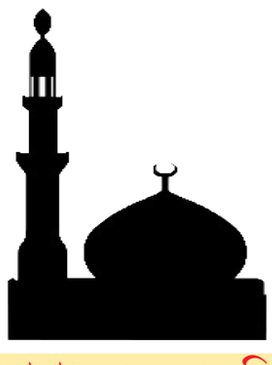

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১২	৫.৩৩
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

গাড়ি বিক্রিতে টেসলাকে ছাড়িয়ে গেল চিনের বিওয়াইডি

আপনজন ডেস্ক: বার্ষিক আয়ের দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী টেসলাকে ছাড়িয়ে গেছে চীনের ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি বিওয়াইডি। চীনের শেনজেনভিত্তিক ওই প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, ২০২৪ সালে তাদের রাজস্ব ২৯ শতাংশ বেড়ে ১০৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা টেসলার ঘোষিত ৯৭.৭ বিলিয়ন ডলারের রাজস্বকে ছাড়িয়ে গেছে। বিপুল সংখ্যায় বিওয়াইডির হাইব্রিড গাড়ি বিক্রি এই প্রবৃদ্ধির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।

অস্কারজয়ী ফিলিস্তিনি নির্মাতাকে মুক্তি দিল ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: অস্কারজয়ী তথ্যচিত্র 'নো আদার ল্যান্ড'-এর ফিলিস্তিনি সহ-নির্মাতা হামদান বাল্লালকে মুক্তি দিয়েছে পুলিশ। বুধবার বার্তা সংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ইসরাইলি পুলিশের দাবি, 'পাথর ছুঁড়ে মারা'র অভিযোগে হামদানকে আটক করা হয়েছিল। তবে অধিকারকর্মীরা জানান, অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতিস্থাপনকারীরা তাকে হেনস্তা করেন, মারধর করেন। অথচ ভুক্তভোগী হওয়া সত্ত্বেও ইসরাইলি সেনারা উল্টো তাকেই ধরে নিয়ে যায়। তথ্যচিত্রটির অপর সহ-নির্মাতা বাসেল আদরা মুক্তির পর হামদানের একটি ছবি সামাজিক মাধ্যম এক্সে পোস্ট করেছেন। ছবিতে তার শার্টে রক্তের দাগ লেগে থাকতে দেখা গেছে। এক্সে দেওয়া বার্তায় আদরা দাবি করেন, আটক অবস্থায় হামদানকে নির্যাতন করা হয়েছে। এএফপিটিভির ভিডিওতে হামদান বলেন, 'অস্কার জয়ের পর আমি আশা করিনি এ ধরনের হামলার শিকার হবো। এটা খুবই গুরুতর হামলা ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হত্যা করা'। এদিকে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, সোমবার পশ্চিম তীরের দক্ষিণে অবস্থিত সুসিয়া গ্রামে ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘাতের সময় তাদেরকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে তিন ফিলিস্তিনিকে 'পাথর ছুঁড়ে মারা'র অভিযোগ আনা হয়।

আড়ি পেতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তথ্য চুরি করছে: চিনের প্রতিবেদনে প্রকাশ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে মোবাইল ফোন গ্লোবাল কমিউনিকেশন সিস্টেম থেকে ব্যবহারকারীদের তথ্য চুরি করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর মার্কিনিদের এই তথ্য চুরির বিষয়টি ধরে ফেলেছে চীন। এ নিয়ে একটি ১১ অধ্যায়ের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দেশটির সাইবার সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (সিসিআইএ)।

স্মার্ট মোবাইল ডিভাইস এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় হামলা, নিয়ন্ত্রণ বা অনুপ্রবেশ করার জন্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেসব কার্যকলাপ চালাচ্ছে, চীনের ওই প্রতিবেদনে তা বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নজরদারি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, অপারেটিং সিস্টেম, সিম কার্ড, সিস্টেম সফটওয়্যার, ডেটা ক্যাবল, সেলুলার নেটওয়ার্ক, জিপিএস এবং ইন্টারনেট। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তথ্য চুরিও করছে। এছাড়া, আইটি কোম্পানিগুলোর ডেটা সেন্টার, সমগ্র মোবাইল শিল্প, ইকোসিস্টেমের মতো বিভিন্ন নেটওয়ার্ক পণ্যের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে হামলা আর অনুপ্রবেশ করার ক্ষমতা তৈরি করার মতো কাজ করে যাচ্ছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন (মাদ্রাসা)

GOV.Regd no-1033/0024

মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোস্ট-চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯

Mob: 9830401057 | Email: darululoom149@gmail.com

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিচেছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মনিটরিং করানো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস এবং আরবি বিভাগ কাফিয়া পর্যন্ত, তজবিদসহ হিফস মোকাম্মাল। ক্বেরাত এ হাফস এ বছর খোলা হইবে। অভিফার ব্যবস্থা থাকিবে (আলেম এবং হাফেজ হতে হবে)। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আসরবাদ খেলার সময় দেওয়া হয় মগরিব পর্যন্ত। গরীব এতিমদের ফ্রি ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শিঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। দানের ক্ষেত্রে আয়কর এ ছাড়

সকল ধর্মভীরু দ্বীদদরদি ভাইদের কাছে বিশেষ আবেদন আমাদের মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশন ওয়েল ফেয়ার Income tax ছাড় পাওয়া যায়। অন্য মাদ্রাসার মতো এই মাদ্রাসাকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে অবগত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার ইহকাল এবং পরকাল কামিয়াব করিবেন। আমিন।

INCOME TAX APROVAL NO

10B Registration no: AACTM5965EF2014 MADINA NAGAR ISLAMIC EDUCATIONAL AND WEL FARE TRUST SBI A/C NO-30800716497, IFC Code - SBIN0001451– MOB-9830401057

সভাপতি
মুফতি লিয়াকাত সাহেব, ইন্তাজ আলি শাহ, ইউসুফ মোল্লা

সহ সভাপতি
আবুলবাসার, আব্দুল্লাহ সরদার

সম্পাদক
ইমাম হোসেন সেখ

সহ সম্পাদক
সৈয়েদ রহমাতুল্লাহ, আব্দুর রহমান মোল্লা

বিঃদ্রঃ- দু'জন হাফেজ ক্বারী শিক্ষক এবং বাংলা শিক্ষক প্রয়োজন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৮৪ সংখ্যা, ১২ চৈত্র ১৪৩১, ২৬ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

গণতন্ত্র চর্চার বিষয়

দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ফ্রিডম ডে' ৩০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ১৯৯৪ সালে ২৭ এপ্রিল দেশটির কালো মানুষেরা ভোটাধিকার অর্জন করে। এই উপলক্ষ্যে আমরা উহার জাঁকজমকপূর্ণ উদ্যাপন দেখিতে পাইতেছি। 'ফ্রিডম ডে' তথা গণতন্ত্রের তিন দশক পূর্তির উদ্যাপন ঘটিতেছে, কিন্তু যেই স্বপ্ন দেখিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তাহার দেশের জন্য আত্মোত্সর্গ করিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন কতখানি পূরণ হইয়াছে আর কতখানি ফিকা হইয়াছে–তাহা এখন সকলেই কমবেশি অনুধাবন করিতে পারেন। ১৯৯৪ সালে যখন নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন তিনি ডেসমন্ড টুটুকে 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' স্থাপনের দায়িত্ব দেন। বর্ণবাদী শাসনের সময় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ–এই উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে যেই সকল অপরাধ করিয়াছিল, সেইগুলি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এই কমিশনকে। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চ বিশপ ডেসমন্ড টুটু, যিনি দেশটিতে বর্ণবাদী শাসনের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়াছিলেন, তিনি ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মৃত্যুর পূর্বে দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন–যেইভাবে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সকল কিছু সেইভাবে ঘটে নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ডি ক্লার্ক যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯৯০ সালে তিনি ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন এবং একই সঙ্গে তিনি নির্বাচনের ঘোষণাও দেন। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! ম্যান্ডেলা প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন শ্বেতাঙ্গ ডি ক্লার্ককেই তিনি তাহার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। সুতরাং ম্যান্ডেলার ভাবনা শুধু কালো মানুষের মুক্তি নহে, তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষেরই মুক্তি। তাহার ভাবার্থ হইল–কালো মুক্তির অর্থ সাদারও মুক্তি–অর্থাত্ তাহা মানবতারই মুক্তি, যেই মুক্তি যুক্তরাষ্ট্রে দেড় শত বত্সর পূর্বে আনিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, তাহার দেশ হইতে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপসাধন করিয়া নেলসন ম্যান্ডেলা তাহার 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে আমাদের জানাইয়াছেন তাহার ২৭ বত্সরের জেলবন্দি জীবনের সেই পরম সহিষ্ণুতার সংগ্রামমুখর দিনগুলির কথা। রোবেন দ্বীপের নির্বাসিত জীবনে মানুষদের মুক্তির জন্য তিনি শক্তি লইয়াছিলেন প্রকৃতি হইতে। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসেবে একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিবার সময়ও ম্যান্ডেলা কারা-অন্তরিনে বর্ণবৈষম্যের শিকার হইয়াছিলেন রাষ্ট্রের নিয়মেই। সামান্য খাদ্য এবং সব চাইতে কম সুবিধাপ্রাপ্ত রাজবন্দি হিসেবে তিনি জানিতেন না, কত বত্সর পার হইলে উষার আলো প্রবেশ করিবে তাহার কারাকুঠুরিতে। যেইভাবেই হউক, একসময় এই নিরন্তর অহিংস সংগ্রাম ও অতিসংযমী ধৈর্যের ফসল ভরিয়া উঠে ম্যান্ডেলার আঙিনায়। তিনি হইয়া উঠেন বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা ও ধৈর্যের প্রতীক। ম্যান্ডেলা মনে করিতেন, 'এই পৃথিবীকে যেই রকম দেখিতেছি, তোমাকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের কাজ হইবে, আমরা যেইরূপ (মানবিক) পৃথিবী চাহি, তাহা খুঁজিয়া লওয়া। '

কিন্তু এখন কেমন রহিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্র? ছোট্ট কথায় তাহার আভাস দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমরাও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খবরাখবরে তাহার আভাস পাই। গণতন্ত্র তো কেবল উদ্যাপনের নহে, তাহা চর্চার বিষয়। কেবল দক্ষিণ আফ্রিকাই নহে। গত বত্সর গণতন্ত্রের দুঃসময় পার করিয়াছে আফ্রিকা মহাদেশ। সেইখানে বত্সর জুড়িয়াই একের পর এক অভ্যুত্থানে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়াছে কথিত গণতন্ত্র। গত বত্সরের ক্যালেন্ডারের পাতায় পাতায় ছিল বুট-বুলেটের গর্জন। রাজনৈতিক ঝড়ে আফ্রিকার মধ্য ও সাব-সাহারা অঞ্চলে পরপর পাঁচ দেশে অভ্যুত্থান ঘটে–নাইজার, সিয়েরা লিয়ন, গ্যাবন, বুরকিনা ফাসো ও গিনি বিসাও। ভয়াবহ রূপ নেয় সুদানের গৃহযুদ্ধও। হত্যা, গুম, ধর্ষণসহ অসংখ্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের আঁতুড়ঘর হইয়া উঠে মহাদেশের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলো। গণতন্ত্রের চারাগাছ অনেক দেশের আবহাওয়া ও মাটিতে ঠিকমতো খাপ খাইতে পারে না। কেবল আফ্রিকা নহে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এই সমস্যা দেখা যায়।

• • • • • • • • • • • • •

মোদি-জমানায় দেশে ইফতারের রাজনীতি আজ ডুমুরের ফুল!

ভারতীয় সংসদ ভবনের অলিন্দে জোর ফিসফিসানি, সংসদ সদস্যদের প্রাতরাশে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য রাষ্ট্রপতি কি আর কোনো সময়ের সন্ধান পেলেন না! রমজান মাসকেই বেছে নিতে হলো? প্রশ্ন আছে, উত্তর নেই। প্রশ্নটিও মোটেই প্রকাশ্যে উচ্চারিত নয়। রাষ্ট্রপতিকে (নারী এবং আদিবাসী) সরাসরি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানোর মতো অশোভন ও অশালীন হতে কেউ চান না। তাই নিভৃত আলোচনা। অনুচ্চে। রমজান মাসে সংসদ সদস্যদের প্রাতরাশের আমন্ত্রণ দ্রৌপদী মুর্মু না জানালেই পারতেন।

পারতেন, কেননা বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে রমজান মাস শুরুর ঢের আগে।

এটা ঠিক, বছরের পর বছর ধরে কমতে কমতে প্রায় তলানিতে এসে ঠেকলেও লোকসভা ও রাজ্যসভার সম্মিলিত মুসলমান জনপ্রতিনিধির সংখ্যা এখনো ৪২। লোকসভায় শাসকদল বিজেপিতে যদিও একজনও মুসলমান নেই। ২৪ জন এমপির মধ্যে 'ইন্ডিয়া' জোটেরই ২১ জন। ৫৪৩ জনের মধ্যে ২৪, শতাংশের হিসাবে মাত্র ৪ দশমিক ৪। অথচ দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ মুসলমান! রাজ্যসভায় ২৫০ জনের মধ্যে মুসলমান মাত্র ১৮ জন। দুই কক্ষের ছবি যেন সেই 'একে একে নিবিছে দেউটি'র মতোই টিমটিমে। ম্লান।

সে যা-ই হোক, তবু তো তাঁরা আছেন! আমন্ত্রিত তো তাঁরাও! আক্ষেপ তাঁদের হতেই পারে। ভাবতেই পারেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছেও তাঁরা 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' পেলেন না! ফিসফিসানির দ্বিতীয় অংশটা কল্পনাবিলাসী। স্বপ্নালু। আহা, বেশ হতো, রাষ্ট্রপতি যদি অদূর অতীতে ফিরে গিয়ে রমজান মাসের সন্ধ্যায় ইফতারের আয়োজন করতেন! প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস' স্লোগান তাহলে প্রকৃতই অর্থবহ হতো।

কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়েছে আট বছর আগে। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায় চলে যাওয়ার পর ইফতারের আয়োজন পুরোপুরি বন্ধ। রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রপতি হয়ে জানিয়ে দেন, রাইসিনা হিলসে কোনো ধরনের ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজনের পক্ষপাতী তিনি নন।

নরেন্দ্র মোদি দেশের ক্ষমতায় আসার পরও তিন বছর রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। রাইসিনা পাহাড়ের প্রশস্ত প্রাসাদে ফি বছর ইফতারের আয়োজনও তিনি করেছেন। মোদি যদিও একবারও আসেননি। তাঁর রাজনীতির ব্র্যান্ড অথবা বিশ্বাসের সঙ্গে আরও অনেক কিছুর মতো ইফতারও বেমানান।

বেমানান বলেই ২০১৪ সাল থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে একবারও ইফতারের আয়োজন হয়নি।

নরেন্দ্র মোদি অনেক কিছুতেই অন্যদের চেয়ে আলাদা। তিনি একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যিনি একবারও কোনো সংবাদ সম্মেলন করেননি। সংসদে কারও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি। বিদেশ সফরে সফরসঙ্গী হিসেবে সাংবাদিকদের নেননি। অপছন্দের কাউকে সাক্ষাৎকার দেননি। ঈদের নামাজে অংশ নেননি। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার দরুন বহু ধরনের টুপি পরেছেন, কিন্তু একবারের জন্যও মুসলমানি 'স্কাল ক্যাপ' মাথায় তোলেননি। একবার একদল অনুগত মুসলমান সেই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ব্যর্থ হতে হয়েছিল।

ভারতে রাজনৈতিক স্তরে ইফতারের রীতি চালু হয়েছিল স্বাধীনতার পরপরই। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাতীয় কংগ্রেসের অফিসে ইফতারের আয়োজন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের বৈচিত্র্যই তাঁর শক্তি। ঐক্যের প্রধান উপাদান। সেই বৈচিত্র্য ভাষায়। পরিধানে। খাদ্যাভ্যাসে। আচরণে। ধর্ম বিশ্বাসে। নেহরু ইফতারের আয়োজন করেছিলেন মুসলমান মন জিততে নয়, পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে।

নেহরু বিলক্ষণ জানতেন, ভারতের ৮০ শতাংশ জনতা হিন্দু। কিন্তু কোনো দিন ভুলেও তিনি ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' বলে বর্ণনা করেননি। কংগ্রেসের এই চরিত্র বহুকাল অমলিন ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ধর্মভিত্তিক উত্তেজনার ফুলকি থেকে কখনো-সখনো দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে। নেতাদের হস্তক্ষেপ ও আন্তরিক চেষ্টায় সেই আগুন নিভেও গেছে। ১৯৭৪ সালে উত্তর প্রদেশে তেমনই এক উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছিল ইফতারের সাহায্যে। সংঘর্ষের আবহ বদলে গিয়েছিল কোলাকুলিতে।

> নরেন্দ্র মোদি অনেক কিছুতেই অন্যদের চেয়ে আলাদা। তিনি একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যিনি একবারও কোনো সংবাদ সম্মেলন করেননি। সংসদে কারও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি। বিদেশ সফরে সফরসঙ্গী হিসেবে সাংবাদিকদের নেননি। অপছন্দের কাউকে সাক্ষাৎকার দেননি। ঈদের নামাজে অংশ নেননি। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার দরুন বহু ধরনের টুপি পরেছেন, কিন্তু একবারের জন্যও মুসলমানি 'স্কাল ক্যাপ' মাথায় তোলেননি। একবার একদল অনুগত মুসলমান সেই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ব্যর্থ হতে হয়েছিল।

উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে শিয়া-সুন্নির উত্তেজনা তখন নৈমিত্তিক ব্যাপার। সে বছর ১৯৭৪ সালে, রমজান মাস শুরুর কিছুদিন আগে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন হেমবতী নন্দন বহুগুণা। শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় ওই রমজান মাসেই। শান্তি রক্ষার চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রী বহুগুণা বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন শিয়া নেতা আসরাফ হুসেনকে। কিন্তু আসরাফ প্রস্তাব নাকচ করলেন রমজান মাসের দোহাই দিয়ে। বললেন, রোজা চলাকালীন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আতিথেয়তা রক্ষা করতে অপারগ। শোনামাত্র বহুগুণা তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী নিবাসেই তিনি রোজা ভাঙুন। ইফতারের সব রকম আয়োজন ও বন্দোবস্ত থাকবে।

আসরাফ হুসেন না করতে পারেননি। ইফতারের পর সফল আলোচনা শান্তি স্থাপন করেছিল লক্ষ্ণৌতে।

সেই থেকে প্রতিবছর রমজান মাসে লক্ষ্ণৌর মুখ্যমন্ত্রী নিবাসে ইফতারের আয়োজন একরকম পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে যায়। প্রথাটা ভাঙে ২০১৭ সালে বিধানসভা ভোটে জিতে যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার পর।

স্বাধীনতার পর নেহরু ও সত্তরের দশকে বহুগুণা যা শুরু করেছিলেন, ক্রমেই তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্যে রাজ্যে, দলে দলে ইফতারের আয়োজন হয়ে ওঠে মুসলমান মন জয়ের রাজনৈতিক হাতিয়ার। কংগ্রেসের দেখাদেখি ওই রাজনীতিতে নেমে পড়ে অন্যরাও। যা ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার প্রতীক; ধীরে ধীরে তা হয়ে ওঠে মুসলিম মন জয়ের রাজনৈতিক ছক। বিজেপি ও সংঘ পরিবার এই রাজনীতিকেই 'ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'ভোটব্যাংক পলিটিকস' বলে জাহির করে এসেছে। যদিও কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে অটল বিহারি বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রীর ইফতার আয়োজনের ঐতিহ্য থেকে সরে আসেননি। বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন বিহারের বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ খান। বাজপেয়ী তাঁকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর হয়ে ফি বছর ইফতার আয়োজনের।

সংঘ অনুগামী ও দক্ষিণপন্থী হলেও বাজপেয়ী সবাইকে নিয়ে চলতে জানতেন। গণতন্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করতেন। বিরোধী নেতা হিসেবে যে সম্মান তিনি চিরকাল পেয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেই সম্মান বিরোধীদেরও তিনি দিয়েছেন। নেহরুর আমলে ইফতারের যে রীতি চালু হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সব প্রধানমন্ত্রী যে আয়োজন করে এসেছেন, বাজপেয়ীও তা থেকে বিচ্যুত হননি। কংগ্রেসের 'ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা ও তোষণের রাজনীতি'র সমালোচনা করেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি আবাসে ইফতার আয়োজন করেছেন। সেই আয়োজনের নেপথ্যে দেশের স্বার্থও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় ইফতারের প্রতীকীর গুরুত্ব বাজপেয়ী অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশনে (ওআইসি) পাকিস্তানের প্রভাব খর্বে সরকারি স্তরে ইফতার আয়োজন সহায়ক হতে পারে। মুসলিম দেশকে পাশে পেতে সরকারকেও মুসলিমবান্ধব হওয়া প্রয়োজন।

বাজপেয়ীর অন্য প্রয়োজনও ছিল। তিনি ছিলেন সংখ্যালঘু একান্নবর্তী পরিবারের বড় কর্তা। সরকার চালাতে শরিকি সমর্থনের প্রয়োজনের কথাটা তিনি কখনো ভোলেননি।

মোদি সেদিক থেকে মুক্ত পুরুষ। ২০১৪ থেকে ২০১৯ ও ২০১৯ থেকে ২০২৪, কারও সাহায্য ছাড়াই তিনি রাজা। এখনো এই তৃতীয় দফাতেও তিনিই এক ও অদ্বিতীয়। ধর্মীয় মেরুকরণের তীব্রতার দরুন নির্বাচনকে তিনি অতি সহজে ৮০ বনাম ২০-এর লড়াইয়ে পরিণত করতে পেরেছেন। বিরোধীরাও ছাড়া ছাড়া। ইফতারের রাজনীতির কোনো প্রয়োজনই তিনি উপলব্ধি করেন না। একটানা ১১ বছর প্রধানমন্ত্রীর নিবাস ও ৮ বছর রাষ্ট্রপতি ভবন তাই ইফতারহীন। ওয়াক্ফ বিল পাস হয়ে গেলে মুসলিম ধর্মাচরণেও সংখ্যাগুরুর আধিপত্য বিস্তার হবে। একদিন না একদিন সারা দেশে চালু হয়ে যাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিও। আজ হোক কাল হোক লোকসভার আসনবিন্যাস বদলে দেবে উত্তর-দক্ষিণের রাজনৈতিক ভারসাম্য। ৮০ বনাম ২০-এর লড়াই হয়ে যাবে আরও একপেশে।

কে জানে, রমজান মাসে রাষ্ট্রপতি ভবনে সংসদ সদস্যদের প্রাতরাশের আমন্ত্রণ জানানো শাসকদলের আদর্শ ও রাজনীতির পল্লবিত হওয়ার প্রমাণ কি না।

সৌ: প্র: আ:

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি

মজিবুর রহমান

বিভিন্ন পেশাজীবীদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। দাবি দাওয়া আদায়ে সকল দেশে সকল যুগে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু 'ছাত্র রাজনীতি' শব্দবন্ধ যেভাবে চালু রয়েছে সেভাবে শিক্ষক, শ্রমিক অথবা কৃষক-এর সাথে 'রাজনীতি'কে সংযুক্ত হতে দেখা যায় না।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'ছাত্র সংসদ'। কলেজ-ইউনিভার্সিটির পড়ুয়ারা ছাত্র সংসদ গঠন করেন। ছাত্র রাজনীতি বেশ পুরনো ব্যাপার হলেও ছাত্র সংসদ গঠনের ইতিহাস তুলনামূলকভাবে নতুন বিষয়। ছাত্রসমাজ কর্তৃক শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনাকেই সাধারণভাবে ছাত্র রাজনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের নানাবিধ বিষয় নিয়ে কলেজ-ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাত্র রাজনীতির পরিচিত পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। তবে ছাত্র রাজনীতিকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে রাজপথেও বিস্তার লাভ করতে দেখা যায় যদিও ছাত্র সংসদের কার্যক্রম সাধারণত সংশ্লিষ্ট কলেজ-ইউনিভার্সিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ছাত্র রাজনীতি কৈশোর ও তারুণ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও মতাদর্শের ধারণা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

বাংলায় ছাত্র রাজনীতির একটা উজ্জ্বল অতীত রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের বিশ-তিরিশের দশকে হিন্দু (প্রেসিডেন্সি) কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) তাঁর অনুগামী একদল পড়ুয়া নিয়ে গঠন করেন ইয়ং বেঙ্গল। হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার সাধনে ইয়ং বেঙ্গল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের প্রথম পাদে বিপ্লবী তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র রাজনীতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত হয় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি। ১৯৩২ সালে গঠিত হয় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতি। ১৯৩৬ সালে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এ আই এস এফ) গঠিত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্ররা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ছাত্র সমাজ মুখর ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দি সেনাদের মুক্তির দাবিতে তারা পথে নামে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন পড়ুয়া প্রাণ হারান।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ২০১৩ সালের যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন, ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজই নেতৃত্ব দেয়। যে ছাত্র সমাজ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' বানিয়েছিল তারাই মুজিব কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশছাড়া করেছে। বাংলাদেশে বারবার ছাত্র রাজনীতিকে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর রাজনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র শিবির, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ করে। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির যেসব সাফল্য রয়েছে তা বিশ্বের আর কোনো দেশে নেই। পূর্ববঙ্গের ছাত্র রাজনীতির ঝাঁঝের সাথে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির ঝাঁঝ তুলনীয় নয়।

দেশভাগের সময় বাংলা বিভাজনের পর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন হিসেবে শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, যুবদের মতো ছাত্র সংগঠনও গড়ে তোলা হয়। ছাত্র সংগঠন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা তৈরির সূতিকাগার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্র নেতাই পরবর্তী সময়ে সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী ও দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ও বিশিষ্ট নেতা অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উপাঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্র পরিষদ। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের সমাজতান্ত্রিক ঐক্য কেন্দ্র (কমিউনিস্ট) যা এস ইউ সি আই (সি) নামে পরিচিত। দলের নেতা প্রভাস ঘোষ ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে গঠন করেন সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন (এ আই ডি এস ও)। ১৯৬৪ সালে সি পি আই ভেঙে সি পি আই (এম) গঠিত হয় আর তাদের ছাত্র শাখা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এস এফ আই) গঠিত হয় ১৯৭০ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বিমান বসু। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস (টি এম সি) গঠিত হওয়ার পর আগস্ট মাসে গঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ (টি এম সি পি)। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সঙ্গে সম্পৃক্ত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। এবিভিপি এখন ভারতীয় জনতা পার্টির শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ করে। মূল ধারার রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতাকে মূলধন করেই ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। 'মাদার পার্টি'র নেতা ছাত্র সংগঠনের কাজকর্ম 'মনিটর' করেন। এদিক থেকে দেখলে ছাত্র সংগঠনগুলোর স্বকীয় ভূমিকার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এজন্য দেখা যায়, দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, শাসকদল পাল্টালে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংসদও পাল্টে যায়। শাসকদলের অনুগামী ছাত্র সংগঠন সংসদের দখল নেয়।

পরবর্তী অংশ আগামীকাল

প্রথম নজর

তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির দাওয়াতে ইফতার বারুইপুরে

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুরে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পক্ষ হতে দাওয়াত - ই ইফতার অনুষ্ঠিত হল। এই মজলিশে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে হাই মাদ্রাসা,সিনিয়র মাদ্রাসা এস এস কে, এম এস কে ও আন এডেড মাদ্রাসার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। এই মজলিশে ইফতারের পূর্বে কেরাত পাঠ হয়, এবং রমজানের মাহাত্ম ও গুরত্ব সম্পর্কে খুবই মূল্যবান আলোচনা হয়। পবিত্র এই মাসের মাহাত্ম্য সম্পর্কে শিক্ষক মন্ডলীর অনেকেই মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। আহ্বায়ক সেখ মঞ্জুর আহমেদ বলেন রমজান মাস হল একটি শিক্ষা ও অনুশাসনের মাস, যে শিক্ষা মানুষের নৈতিক উন্নতিসাধন করে এবং মানুষকে ভালো পথে চলতে উৎসাহিত করে। আহ্বায়ক তৌহিদ আহমেদ বলেন বিভেদ নয়,বিবিধের মাঝে মিলনই মহান হলো ভারতের আত্মা। ইফতার মজলিশ সমাজে ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ্য,ঐক্য ও সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ।

এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় বিশ্ব শান্তি, সংহতি, মানুষের কল্যাণ ও মরহুম মাস্টার শেখ রশিদ সাহেবের আত্মার শান্তি কামনায় দোওয়া পাঠের মধ্য দিয়ে। বক্তব্য রাখেন আবু সুফিয়ান পাইক, প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন, আবদুল কাদের সরদার, ও অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন মাহিনুর খান, সৈয়দ মোজাফফর হোসেন, জয়নাল আবেদিন রেজাউল ইসলাম,মানস কুমার গায়েন, শৈল দাস, মুফতি কামরুদ্দিন, কুতুবউদ্দিন লস্কর জহির, তৌফিক হোসেন, হাফিজুর রহমান, আফতাব,সামসুদ্দিন খান,আবুল কালাম, আলি আকবর, আবু তালেব, আমান পিয়াদা, মুস্তাফিজুর রহমান, সাহারুল হক, আশিক লস্কর প্রমুখ।

মোথাবাড়ি থানায় দাওয়াতে ইফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা পুলিশ এর উদ্যোগে ও মোথাবাড়ি থানার ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হল দাওয়াতে ইফতার। বুধবার কালিয়াচক ২ ব্লকের কর্মতীর্থ বিল্ডিং এ এই দাওয়াতে ইফতার পার্টি আয়োজন করা হয়। বুধবার উপস্থিত ছিলেন আইপিএস কামাল তেজা ও ওসি মোথাবাড়ি কুণাল কান্তি দাস, ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক ২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিপ্রতিম বসাক সহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

পুলিশের পক্ষ থেকে মোথাবাড়ি এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ সাধারন মানুষদের নিয়ে দাওয়াতে ইফতার আমন্ত্রিত করা হয়।

মূলত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সম্প্রীতির বাতাবরণ ছড়িয়ে দিতে সকলের উপস্থিত এই ইফতার পার্টি করা হয়। উপস্তিত ছিলেন মোথাবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীন বিশ্বাস ছাড়াও আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। সকলে এই ইফতার পার্টিতে এসে খুশি।

সাত হাজার মানুষকে ঈদের সামগ্রী প্রদান

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: প্রতি বছরের মতো এ বছরও পবিত্র ঈদ উপলক্ষে নয়টি অঞ্চলের প্রায় সাত হাজার মানুষকে ঈদের সামগ্রী দিচ্ছেন রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের যুব সং তৃণমূলের সভাপতি জহুরুল ইসলাম।

শুধু ঈদেই নয় দুর্গাপূজার সময়তেও তিনি তার অঞ্চলে যত মহিলা রয়েছে, প্রত্যেককে বস্ত্র শাড়ি দিয়ে থাকেন।এবারে ঈদে বস্ত্র দিয়েছেন কিছু এবং ঈদের সামগ্রিক প্রয়োজন এলাকার সে মানুষদেরকে প্রত্যেককে কিছু কুচো ফল লাচ্চা সামুই চিনি ও আতপ চাল বিতরণ করবেন কাল ২৭ এ মার্চ থেকে শুরু হবে এই বিতরণ ৩০ শে মার্চ পর্যন্ত। এই সামগ্রিক গুলো দেওয়ার জন্য থেকে প্রস্তুতি চলছে। সেখানে জহিরুল ইসলাম নিজে উপস্থিত থেকে এই প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তার এই কাজে এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে গোটা জেলার মানুষ গর্ব অনুভব করে জহুরুল ইসলাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি অঞ্চলের মানুষকে সমানভাবে সমান চোখে দেখে আসছেন তাদের বিপদে-আপদে উৎসবে আনন্দে সবসময় তিনি পাশে থাকেন। এবারের ঈদের আগে এই সামগ্রী সরঞ্জাম যোগাড় করে আগামীকাল থেকে দিতে শুরু করবেন।

সুন্দরবনের গ্রামে পুকুরের জলে হচ্ছে মিড ডে মিলের রান্না!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: সুন্দরবনের বহু এলাকায় রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা।আর গরম পড়তেই তা কয়েকগুন বেড়ে গেছে। আর সেজন্য স্থানীয়দের ভরসা পুকুরের জল।এমনই অভিযোগ মথুরাপুর ২ নং ব্লকের নগেন্দ্রপুরের পূর্ব শ্রীধরপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের।এলাকায় স্কুলের একটি টিউবওয়েল ছিল।সেটি ও নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুকুরের জল দিয়েই শিশুদের জন্য রান্না করা হচ্ছে মিড ডে মিল।

এমনকি বাসনপত্র মাজা, শিশুদের হাতমুখ ধোয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে সেই পুকুরের জল।এ ব্যাপারে মথুরাপুর ২ নং বিডিও নাজির হোসেন বলেন,জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা হবে।এ ব্যাপারে স্থানীয়দের অভিযোগ, স্কুলের এই

পানীয়জলের কল ছাড়া আশে পাশের এলাকাতেও কোনও কল নেই। বেশ কিছুটা দূরে একটি মাত্র টিউবওয়েল রয়েছে।

তার উপরে নির্ভরশীল বহু মানুষ।বর্তমানে গোটা গ্রামেই জল সঙ্কট এখন তীব্র। বাধ্য হয়েই পুকুরের জল ব্যবহার করতে হয় মাঝে মধ্যে। ঘটনাটি ঠিক কি তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে।

তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পানীয় জলের জোগান ঠিক আছে।তবে অনেক সময়ে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় জল পাওয়া যায় না।দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

ইন্দাসে রাস্তা তৈরির বোর্ড পড়লেও তিন বছরেও কাজ শুরু হয়নি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাস্তা তৈরির বোর্ড পড়েছে কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো হয়নি রাস্তা, গ্রামে এম্বুলেন্স থেকে যেকোনো গাড়ি ঢুকতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় চালকদের, বাড়ছে দুর্ঘটনার পরিমাণ, আবাসের ঘর করার জন্য গ্রামে ইট বালি সিমেন্ট পরিবহন করতে খরচ পড়ছে দ্বিগুণ, সমস্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের মঙ্গলপুর, মহেশপুর, ডোঙ্গালন এবং গয়লা পুকুর এই চারটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের চরম দুর্ভোগ। ডঙ্গালন থেকে মঙ্গলপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। এখনো পর্যন্ত মাটির এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হয় এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের। গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামে এম্বুলেন্স ঢুকতে সমস্যা হয়। এমনকি আভাসের বাড়ি তৈরির জন্য ইট সিমেন্ট বালি কিনতে গেলেও রাস্তার জন্য তার ভাড়া পরে দ্বিগুণ। স্বাভাবিকভাবেই চরম সমস্যায় পড়েছে স্থানীয়রা। বেহাল রাস্তায় জীবন অতিষ্ঠ। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি একটি কংক্রিটের বা পাকা রাস্তা। এলাকার মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পথশ্রী প্রকল্পে এই সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার জন্য ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে রাজ্য সরকার। দায়িত্বভার দেয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার হাতে। রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাস্তায় বোর্ডও দেওয়া হয় WBSRDA সংস্থার পক্ষ থেকে। সেখানে উল্লেখ করা হয়, ডোঙ্গালন থেকে মঙ্গলপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এক কোটি ৩২ লক্ষ ৭১৯৪ টাকা। তাতেই খুশি হয়েছিল এলাকার মানুষজন। কিন্তু সেই বোর্ড পড়ার পর দু বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় এলাকার মানুষজন। তবে কেন রাস্তা হয়নি এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে জানতে গেলে তারাও কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। তবে এ বিষয় নিয়ে ইন্দাস ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত জানান, গ্রামবাসীর দাবিটা ন্যায্য দাবি। রাস্তা কেন হয়নি সেই বিষয়ে তাদের কাছেও কোন সদুত্তর নেই। তারা জানাচ্ছে বরাত পাওয়া সংস্থা এবং WBSRDA এর আধিকারিকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে। তাদের কেউ রাস্তা তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলা হয়েছে রাস্তা হবে কিন্তু কবে হবে তার উত্তর দেয়নি সংস্থা বা WBSRDA। যদিও এই বিষয় নিয়ে WBSRDA এর কোন আধিকারিক মুখ খুলতে রাজি হয়নি।

বিধায়ক শম্পা ধাড়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দাওয়াতে ইফতার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না বিধানসভায় বিধায়ক শম্পা ধাড়ার উদ্যোগে আয়োজিত হল দাওয়াত-ই-ইফতার ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। বুধবার শ্যামসুন্দর থানা মোড় সংলগ্ন এলাকায় এই বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রায়না বিধানসভার বিধায়ক শম্পা ধাড়া, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শেখ ইসমাইল, তৃণমূল নেতা কাজল সরকার, বিভিন্ন মসজিদের ইমামসহ তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানের সূচনায় বিধায়ক শম্পা ধাড়া এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক এবং নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং সকলেই নতুন বস্ত্র পেয়ে খুশি হন। এরপর রোজাদার এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য ইফতারের আয়োজন করা হয়। খেজুর, ফলমূল, শরবত এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী খাবারের মাধ্যমে ইফতার পর্ব সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সামিল হওয়া রোজাদাররা ইফতারের আনন্দ উপভোগ করেন এবং আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক শম্পা ধাড়া বলেন, “ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। রমজান মাস হল একতার বার্তা দেওয়ার উপযুক্ত সময়। আমরা চাই সমাজের সব স্তরের মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে চলুক।”

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শেখ ইসমাইল বলেন, এই ধরনের আয়োজন মানুষের মধ্যে ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশ তৈরি করে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু চিহ্নিতকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘাটাল

আপনজন: ভারত সরকারের সমগ্র শিক্ষা মিশনের আয়োজনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রথম ঘাটাল মহাকুমার থেকে শুরু হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ এবং শিখনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের ক্যাম্প। বরদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই ক্যাম্পে আগত মোট ৬০জন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সমগ্র শিক্ষা মিশনের থেকে আসা চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষকরা। ঘাটাল পশ্চিম চক্রের কবল বিদ্যালয় পরিদর্শক সুদীপ সাহা জানান এই ক্যাম্প এর মাধ্যমিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো। তাদের শিখন উপযোগী বিভিন্ন জিনিসপত্র কিছুদিনের মধ্যেই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে যাতে শারীরিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা গ্রহণে যেন কোন বাধা না আসে। স্পেশাল এডুকেটর দেবাশিস কাজলির ব্যবস্থাপনায় এলাকার ছোটো ছোটো দিব্যাঙ্গ শিশুরা এই ক্যাম্পের থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হল। জেলা আধিকারিক নির্মলেন্দু মাইতি জানান আগামী দিনেও এই ধরনের ক্যাম্প আমরা আয়োজন করার চেষ্টা করছি।

কাজের গতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে নামলেন চেয়ারম্যান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়াতে সম্প্রতি কাজে লাগানো হচ্ছে অটোমেটিক সুইপিং মেশিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার তরফে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বুধবার সেই কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে যান বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়াতে সম্প্রতি চালু হয়েছে অটোমেটিক সুইপিং মেশিন। শহরের রাস্তাগুলিকে আরও পরিচ্ছন্ন ও ধুলোমুক্ত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অটোমেটিক সুইপিং মেশিনটি রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা সরানোর পাশাপাশি রাস্তা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে সক্ষম। এদিন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সামনে চলা এই স্বয়ংক্রিয় মেশিনের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখেন পৌরসভার চেয়ারম্যান। তিনি বলেন,

‘শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা গুলোকে পরিষ্কার করবার জন্য এই স্বয়ংক্রিয় মেশিনটি আমরা নিয়ে এসেছি। যন্ত্রটি কিভাবে কাজ করছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্যই আজ পরিদর্শনে এসেছিলাম।’

নির্মাল্যর রক্তে বাঁচল মোহাম্মদ গালিবের প্রাণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার চেড়াগ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ গালিব, বয়স - ৬০ বছর, হঠাৎ ই পড়ে গিয়ে হাতের হাড় ভেঙে যাওয়ায় গত কয়েকদিন আগে বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে অপারেশন এর জন্য ভর্তি হয়, রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম থাকার জন্য ডাক্তার এর পরামর্শ অনুযায়ী আরো এক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে একাধিক ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকটের কারণে হন্নে হয়ে খুঁজেও এক ইউনিট এ.বি পজিটিভ রক্ত জোগাড় করে উঠতে পারেননি পরিবার ফলে আটকে ছিল অপারেশন। অবশেষে বুধবার হুগলী জেলার “পাশে আছি” নামক সামাজিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে এবং সংগঠনের সম্পাদক সাহিল মল্লিকের ডাকে সারা দিয়ে বর্ধমানের অন্য একটি বেসরকারি হসপিটালের এক ডায়ালিসিস টেকনোলজিস্ট নির্মাল্য নন্দী রক্ত দিতে এগিয়ে আসে গালিব বাবুকে, সাহিল মল্লিকের উপস্থিতিতে এক বেসরকারি হসপিটালের ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তদান করেন এবং আবারো সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি করে তার রক্তে অপারেশন এর ব্যবস্থা হয় মোহাম্মদ গালিব বাবুর। রক্তদাতা নির্মাল্য বলে, প্রথম বার রক্তদান করলাম অনুভূতিটায় অন্যরকম, খুব ভালো লাগলো এই ভেবে যে একটি মানুষ’এর পাশে দাঁড়াতে পারলাম, তার অপারেশন টা যেন দ্রুত সফল হয় এবং “রক্তদান জীবনদান” এই কথাকেই পাথেয় করে রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগে আমাদের সকলের উচিত এগিয়ে আসা, রক্ত তো কোনো কৃত্তিম উপায়ে তৈরী করা যায়না, তাই রক্তদানের মতো মহৎ কাজে সকলে এগিয়ে আসুক।

বিকৌর কলেজে ইফতার মাহফিল

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: রমজান মাস শেষের পথে, আর মাত্র ক’দিন বাকি। এই পবিত্র মাসের শেষ ভাগে এক অনন্য সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি হলো উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘীর বিকৌর কলেজ প্রাঙ্গণে। নর্থ বেঙ্গল এলিট গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের উদ্যোগে ও দোমোহনা এলিট ওয়েলফেয়ার সোসিয়টির ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয় এক হৃদয়গ্রাহী ইফতার মাহফিল।

ইফতারের সময় হলে হলে সবাই একসঙ্গে ইফতার করেন, পরস্পরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের এই মিলনমেলা সত্যিই প্রশংসনীয়। দোমোহনা এলিট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কালাম জানান, এই ইফতার মাহফিলের রোজাদারদের জন্য ইফতার পরিবেশন এর পাশাপাশি পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির একটি অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।

আবুল কালাম সাহেব আরও নর্থ বেঙ্গল এলিট ফার্মাসি কলেজ, নর্থ বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও নর্থ বেঙ্গল এলিট কলেজিয়েট স্কুল–এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে ও দোমোহনা এলিট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় দাওয়াতে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপস্থিত হন করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল, এছাড়াও ছিলেন মোহাম্মদ বিন তুঘলক, বারকাত আলী, হাসিবুর রহমান সহ আরও অনেকেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিল্মি কায়দায় আসা কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক আটক

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: না তিনি পুষ্পা সিনেমার সেখাওয়াত নন, তিনি বাস্তবের দাবাং, তাই গল্পটা উলটো। ঠিক যেন পুষ্পা সিনেমার কাহিনী, পুষ্পা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দুধের কন্টেনার গাড়িতে করে লাল চন্দন পাচার করে সফল হলেও একই কায়দায় নিষিদ্ধ মাদক পাচারকারীরা ছোট কন্টেনার গাড়িতে মাছের ক্যারেটের আড়ালে নিষিদ্ধ মাদক বোঝাই করে ছক কষেছিল পাচারের ।

মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই পাচারই রুখে দিল ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(জোনাল) মিতুন কুমার দে ও মগরাহাট থানার পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই মগরাহাট থানার পুলিশের কাছে খবর আসছিল গাড়িতে করে মগরাহাট এলাকার রোড ব্যবহার করে পাচার হচ্ছে নিষিদ্ধ মাদক। তবে কিভাবে পাচার হচ্ছে তারই হদিশ পাচ্ছিল না পুলিশ।

এরপরই মঙ্গলবার পুলিশের কাছে খবর আসে, কন্টেনার গাড়িতে করে প্রায় কয়েক কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক পাচার হচ্ছে। খবর পেয়ে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে ও মগরাহাট থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে মাগুর পুকুর রোডের আমড়াতলা এলাকায় একটি কন্টেনার গাড়িকে আটক করে তখনই পুলিশকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক, সন্দেহ জোরালো হয় পুলিশের।

সাগরদিঘী থানার পুলিশের গাঁজা উদ্ধার

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীতে গাঁজা সহ গ্রেফতার এক মহিলা সহ পাঁচ জন। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১০কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজা। ধৃতদের নাম মাধব মন্ডল, জাকির সেখ, আজারুল সেখ, মনিরুল সেখ ও ছায়া বিবি। ধৃতরা সকলেই সাগরদিঘী থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার ধৃতরা সাগরদিঘী থেকে টোটোতে করে গাঁজা নিয়ে নবগ্রামের দিকে যাচ্ছিলো। সাগরদিঘী থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাগরদিঘীর কানিদিঘী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় টোটো আটকে তল্লাশি চালায় ।তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে ১০ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজা।

প্রাইমারি স্কুলে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: গত ১৮ ও ২২ মার্চ, ২০২৫ এফপিএআই কলকাতা শাখার উদ্যোগে এবং টাটা হিতাচি কন্সট্রাকশন মেশিনারির সহায়তায় খড়গপুর রূপনারায়ণপুর অঞ্চলের জিজাহারপুর ও রূপনারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটি বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে বিনামূল্যে ওষুধ, চশমা ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। শিবিরে যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ, জেনারেল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও দন্ত চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।

الدعوة দাওয়াত

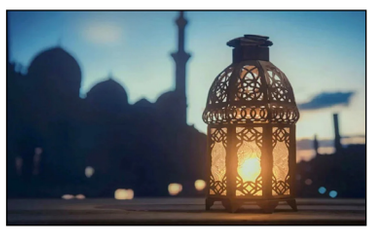

- মাহে রমজানে রাসূল সা.-এর ৬ আমল
- রমজানে যার গুনাহ মাফ না হয় সে হতভাগা

- রমজানের শেষ দশকে ইবাদতের গুরুত্ব
- আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে জাকাত

ভিন্ন নামের কুরআনকেও জানুন

জালালউদ্দিন মন্ডল

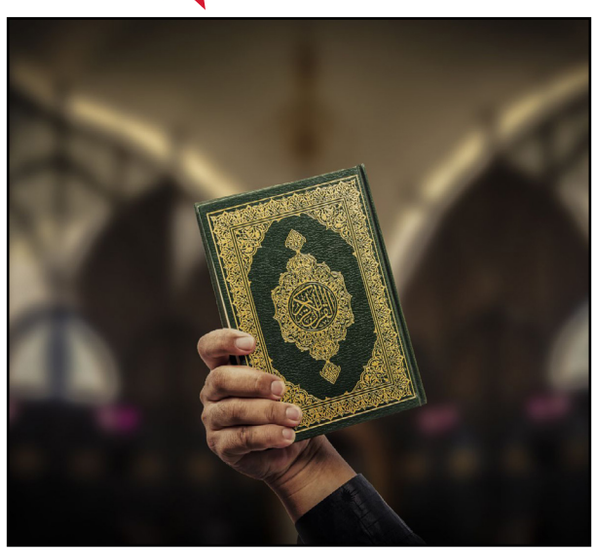

কুরআন-নাযিলের পবিত্র রমজান মাসে আমাদের জানতে হবে- আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কুরআন-কে যেসব নাম, অভিধা, উপমায় প্রকাশ করে, যেভাবে গ্রহনের বার্তা দিয়েছেন।
তিনি পবিত্র কুরআন-কে কেবল কুরআন বা পঠন, পঠনীয় গ্রন্থ-নামে সীমাবদ্ধ না রেখে, মানব-জীবন প্রভাবী স্বতন্ত্র প্রকৃতিগত বিশেষত্বের পরিচয়-বাহী অর্ধ-শতাধিক নাম তথা উপমায় উপমিত করে ; সেইসব বিশেষত্বে "পবিত্র কুরআন"-কে গ্রহণের বার্তা দিয়েছেন।
সেই সঙ্গে তিনি পবিত্র কুরআন-কে কেবল মানুষের কন্ঠে না রেখে,পরিপূর্ণভাবে জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শ কুরআনী জীবন গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন নানাভাবে। এজন্য তিনি পবিত্র কুরআনে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সকল নির্দেশিকা নির্দিষ্ট করে, সেইসব উপদেশ ও শিক্ষাকে জীবনে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বারবার।
তাই, আজ আমরা পবিত্র কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্বের পরিচয়বাহী নাম তথা উপাধি গুলোকে জেনে-বুঝে, উপলব্ধি করে; সেই প্রকৃতগত বৈশিষ্ট্যে পবিত্র কুরআন-কে গ্রহন করে,আমাদের কুরআনী ভক্তি-ভালবাসা ও গ্রহনযোগ্যতা-কে আরো গভীর এবং নিবিড়তর করতে প্রয়াসী হব- মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ পাক যেসব প্রকৃতিগত বিশেষত্বের বৈশিষ্ট্যে গ্রহনের বার্তা দিয়েছেন -
১. তিনি পঠন,আবৃত্তি,একাগ্রতার সঙ্গে পাঠ করা,বা বহুল পঠনীয় গ্রন্থের মর্যাদায় এটিকে বলেছেন- কুরআন (ক্বুর্ আ-নুল কারীম)
"নিশ্চয় এ সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত আছে কিতাবে।"(সূরা ওয়াকিয়াহ ৭৭-৭৮)
২.শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদাপূর্ণ নাম -
কিতাব: (কিতা-বিল্)
"শপথ, সুস্পষ্ট কিতাবের"(সূরা যুখরূফ ২)
৩. কুরআন কেবলমাত্র আল্লাহর বাণী, তাই এটি -
কালাম (কালা-মাল্ল-হ)
"আর অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তুমি তাকে আশ্রয় দেবে ; যাতে সে আল্লাহর বাণী,কালাম শুনতে পায়।"
(সূরা তওবা ৬)
৪. কুরআন আমাদের আত্মা-সত্তা-চেতনাকে আলোকিত,জ্যোতির্ময় করবে, তাই তাকে বলেছেন- নূর (নূরম্)
"আমি তোমাদের উপর স্পষ্ট জ্যোতি বা নূর অবতীর্ণ করেছি।"
(সুরা নিসা ১৭৪)
৫. মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন ও পথনির্দেশ করবে, তাই এই পবিত্র গ্রন্থ-কে তিনি হুদা বলেছেন -
"হে মানব সমাজ, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ, হুদা ও তোমাদের অন্তরের ব্যাধির প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে পথনির্দেশ ও দয়া"
(সূরা ইউনুস ৫৭)
৬. কুরআন মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের
করুনা, কৃপা, রহমত, তাই এটি -রহ'মা (রহ্'মাতুল্)
"বলো, এ আল্লাহর দয়া,রহমত ও তাঁর অনুগ্রহ সুতরাং এর জন্য ওরা আনন্দ করুক; ওরা যা জমা করে, তার চেয়েও এ শ্রেয়। (সূরা ইউনুস ৫৮)
৭.গ্রন্থ-টি সত্য-মিথ্যা নির্ণায়ক মানদণ্ড, ন্যায়- অন্যায়ের মীমাংসা,এজন্য এটি - ফুরক্বান (ফুরক্ব-না আ'ল)
"কত মহান তিনি, যিনি তাঁর দাসের উপর ফুরকান তথা ন্যায় অন্যেরমীমাংসাঅবতীর্ণকরেছেন।
(সূরা ফুরকান ১)
৮. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য আরোগ্য, তাই -শিফা
"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুস্থতা বা উপশম, শিফা ও দয়া, আর সীমালংঘনকারীদের জন্য তা ক্ষতি বৃদ্ধি করবে"। (সূরা বানী ইসরাইল ৮২)
৯. এই কিতাবটি কল্যাণকর, অনু-স্মারক,স্মরণ- চিহ্ন, তাই এটি - যিকর (যিক্ রুম্ মুবারকুন)
"এ কল্যাণকর বরকতপূর্ণ (অনুস্মারক) উপদেশ",(সূরা আম্বিয়া ৫০)
১০.পবিত্র কুরআন অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, তাই এটিকে বলেছেন- কারীম,
"নিশ্চয় এ সম্মানিত উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কুরআন"
(সূরা ওয়াকিয়া ৭৭)
১১. এটি একটি মহিমান্বিত, মহোত্তম গ্রন্থ, তাই একে বলেছেন - আ'লি,
"আর এ তো রয়েছে,আমার মহোত্তয় জ্ঞানগর্ভ উন্মুল কিতাব,গ্রন্থের মাতা বা মূল গ্রন্থ হিসেবে। (সূরা যুখরুফ ৪)
১২. কুরআন প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় গ্রন্থ, এজন্য তাকে বলেছেন - হিকমা (হি'ক্ মাতুম্)
"এতো পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ সতর্কবাণী ওদের কোন কাজে উপকার আসে না।" (সূরা কমার ৫)
১৩. গ্রন্থটি জ্ঞান ও বিজ্ঞতাপূর্ণ বলে এটি হা'কীমও আলিফ লাম রা,এগুলো জ্ঞানময় কিতাবে আয়াত। (সূরা ইউনুস-১)
১৪. কুরআন পূর্ব কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক, তাই এটি -মুহাইমান: (মুহাইমিনান্)
"আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষণ রূপে আমি তোমার উপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা মায়েদা ৪৮)
১৫.এটি আশীর্বাদধন্য পবিত্র একটি গ্রন্থ, তাই এটি-
মুবারক (মুবা-রকুল্)
"আমি এ মুবারক,মঙ্গলময়, আশীর্বাদধন্য গ্রন্থটি তোমার ওপর নাযিল করেছি। যাতে মানুষেরা এর আয়াতের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানবানরা এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (সূরা স্বদ ২৯)
১৬. কুরআনকে আল্লাহ তাঁর রজ্জু,রশি,শৃঙ্খল বা হাবল (হা'ব্ লিল্লা-হি) বলে, তা শক্ত করে ধরতে পরামর্শ দিয়েছেন-
"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধরো আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পরের বিচ্ছন্ন হয়ো না"(সূরা আল ইমরান ১০৩)
১৭. কুরআন সোজা, সরল পথ দেখায় তাই এটি -
সিরাত-অল-মুসতাকিম (স্বির-ত্বী মুস্ তাক্বীমান্)
"আর নিশ্চয় তোমারা আমার

(পবিত্র কুরআনের) সরল সোজা পথ অনুসরণ করবে, আর অন্য পথ অনুসরণ করবে না ;করলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। (সূরা আনআম ১৫৩)
১৮. কুরআন বক্রতা-হীন, সরল রূপে এসেছে, তাই এটি- আল কাইউম :(ক্বইয়িমাল্ লিয়ুনযিরা)
"এই পবিত্র কুরআন প্রতিষ্ঠিত সহজ সরল রূপে,তা কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক-বাণী ও ঈমানদারদের উত্তম পুরস্কারের সুসংবাদ।" (সূরা কাহাফ ২)
১৯. পবিত্র কুরআন চূড়ান্ত, অকাট্য,নিঃসন্দিগ্ধ গ্রন্থ, তাই তিনি এটিকে বলেছেন - ফাস্বল
"অবশ্যই এ কুরআন, হক বা বাতিলের, সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা-কারী বাণী যা অকাট্য, চূড়ান্ত। (সূরা তরীক ১৩)
২০. কুরআন আমাদের জন্য মহাসংবাদ,
তাই এটি- নাবাইল্ আ'যীম
"তারা কি সেই মহা-সংবাদদের, তথা কুরআনের ব্যাপারে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে।
(সূরা নাবা ২)
২১. কুরআন সর্বোৎকৃষ্ট বাণী বা বিবৃতি, তাই একে বলেছেন - আহসানাল্ হাদীষ:
"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট বাণী সম্বলিত এমন এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা কিতাব যার প্রতিটি বাণী পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অভিন্ন এবং পুনঃআবৃত্তি করা হয়। (সূরা জুমার ২৩) ২২.বিশ্ব প্রতিপালকের থেকে এটি উদঘাটন হয়, তাই এটি - তানযীল: (তান্ যীলু)
"হে নবী, অবশ্যই এ কুরআন বিশ্ব প্রতিপালকের কাছ থেকে উদঘাটন,অবতীর্ণ।"(সূরা শুআরা ১৯২)
২৩. কুরআন এমন রুহু, যার দ্বারা আত্মা জীবন লাভ করে। এজন্য এর একটি নাম দিয়েছেন - রুহ
"এভাবে আমি তোমার কাছে, এক রুহু-কে বা কুরআনকে,আত্মা-কে ওহী রূপে প্রেরণ করেছি; যখন তুমি জানতে না, কিতাব কী, বিশ্বাস কী, কিন্তু আমি একে করেছি নূর, আলো। যা দিয়ে আমি, আমার দাসেদের মধ্যে কেবল সরল পথই প্রদর্শন করি। (সূরা শূরা ৫২)
২৪. কুরআন আল্লাহ পাকের প্রত্যাদেশ, তাই এর এক নাম - ওয়াহী (ওয়াহ্'য়ি)
"বলো, আমি তো ওয়াহি বা প্রত্যাদেশ দিয়েই তোমাদেরকে সতর্ক করি কিন্তু বধিরেরা সতর্কবাণী শোনে না।" (সূরা আম্বিয়া ৪৫)
২৫.এটি বারবার পঠিত আয়াত,তাই- আল মাযানী
"আমি অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পঠিত সাতটি আয়াতের সূরা ফাতিহা দিয়েছি এবং দিয়েছি মহা-কুরআন।" (সুরা হিজর ৮৭)
২৬.আরবি ভাষায় এ কুরআন, তাই এর একটি নাম আরাবি: (আ'রাবিইয়্যান)
"আরবি ভাষায় এ কুরআন। এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে। (সূরা জুমার ২৮)
২৭. কুরআন আল্লাহ পাকের উপদেশমূলক বানী বা উক্তি, তাই - কওল (ক্বওলা)
"আর আমি তো ওদের কাছে একের পর এক বাণী পৌঁছে দিয়েছি, যাতে ওরা সে উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কসস ৫১)
২৮. এটি মানুষের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ, তাই এটি বাসীর,(বাস্ব-য়িরু)
"এ কুরআন মানবজাতির জন্য স্পষ্ট দলিল এবং দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ (সূরা জাসিয়াহ ২০)
২৯. কুরআন আমাদের জন্য স্পষ্ট ঘোষণা, বিবৃতি,ব্যাখ্যা, তাই এটি -বাইয়িন: (বায়া-নুল্)
"এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সাবধানীদের জন্য পথনির্দেশ ও শিক্ষা"(সূরা আল ইমরান ১৩৮)
৩০. কুরআন আমাদের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান নির্দেশিকাময় জ্ঞান, তাই তা- ইলম (ই'লমি)
"আল্লাহ প্রদত্ত এই জ্ঞান (কুরআন) প্রাপ্তির পর, তুমি যদি ওদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো ;তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক বা রক্ষক থাকবে না।
(সূরা রদ ৩৭)
৩১.পবিত্র কুরআন হল সত্য সঠিক নির্ভুল বিবরণ, তাই এটি - হক্ব (হা'ক্বকু)
"নিশ্চয় এ সত্য বিবরণ(কুরআন) সঠিক ও নির্ভুল। (সূরা আল ইমরান ৬২)
৩২. কুরআন সর্বোত্তম,সঠিক পথ-নির্দেশ ও পথ প্রদর্শনের করে, তাই তা- আল হাদি: (ইয়াহদী)
"এ কুরআন সর্বোত্তম,সঠিক পথ নির্দেশ করে ও সৎকর্মপরায়ণদের বড় পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়। (সূরা বানী ইসরাইল ৯)
৩৩.এটি একটি বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক গ্রন্থ, তাই তাকে বলা হয়েছে -আ'জাবা
"জিনদের একটি দল কুরআন শুনেছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে এই বিস্ময়কর কুরআন শোনার কথা বলেছে। (সূরা জিন১)
৩৪. কুরআন সাবধান বাণী, উপদেশ বাণী তাই -
তার একটি নাম - তাযকিরহ
"এ কুরআন তো এক অনুশাসন, উপদেশ বাণী "। (সূরা মুদ্দাসসির ৫৪)
৩৫. কুরআন-কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার আহ্বানে একে বলা হয়েছে - আল উ'রওয়াতিল্ য়ুসক্ব
"যে কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে,সে তো এক শক্ত মজবুত হাতল ধরে। (সূরা লোকমান ২২)
৩৬. কুরআন একটি সু-সঙ্গত, সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থ, তাই এটিকে বলেছেন মুতাশাবিহ,(মুতাশা-বিহাম)
(সূরা যুমার ২৩)
৩৭.এটি একটি সঠিক ও সত্য গ্রন্থ, তাই- তাকে বলা হয়েছে - সিদ্দিক: (স্বিদ্ কি)
"যারা সত্য এনেছে, ও যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে; তারাই তো সাবধানী"(সূরা জুমার ৩৩)
৩৮. ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ এই গ্রন্থের মর্যাদাময় একটি নাম - আদল (আ'দ্ লা)
"আর সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে, তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ ও তার কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই। (সূরা আনআম ১১৫)
৩৯. প্রতিপালকের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসকে দৃঢ়-কারী এই গ্রন্থের উপমা ঈমান (ঈমা -নি)
(সূরা আল ইমরান ১৯৩)
৪০. আল্লাহ তাআলা আদেশ, অনুশাসনময় এই গ্রন্থটি - আমর্ (আম্ রুল্ল-হি)
"তালাক ও ইদ্দত এর ব্যাপারে আল্লাহ যে আদেশ বা বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তা পালন করো।"
(সূরা তালাক ৫)
৪১.ইমানদারদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদবাহী গ্রন্থটি-কে তিনি বলেছেন - বুশরা (বুশ্ র-লিল্)
(সূরা নামল ২)
৪২.মহা মর্যাদা-সম্পন্ন,মহিমান্বিত, গৌরবজনক, সম্মানিত গ্রন্থটির মর্যাদাময় একটি নাম - মাজীদ
(সূরা বুরুজ ২১)
৪৩. এই সুস্পষ্ট কিতাবের মর্যাদাময় একটি উপাধি- মুবীন (সূরা ইউসুফ ১)
৪৪. আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্য সু-সংবাদবাহী কুরআনকে বলেছেন - বাশীর: (বাশীরঁও)
"কুরআন সুসংবাদ দেয়, সতর্ক করে,কিন্তু অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়; ফলে ওরা শুনতে পায় না।"
(সূরা হা-মীম-সাজদা ৪)
৪৫.তিনি সতর্কতামূলক, সাবধানবানী-যুক্ত কুরআনকে বলেছেন- নাযীর
(সূরা হা-মীম-সাজদা ৪)
৪৬. কুরআন এক শক্তিমান সম্মানিত অনাক্রম্য কিতাব,তাই তা-আ'যীয (সূরা হা-মীম-সাজদা ৪১)
৪৭.এ কুরআন বোধশক্তি সম্পন্নরা মানুষের জন্য স্পষ্ট বার্তা বা ঘোষণা দিয়ে সতর্ক করে বলে একে তিনি- বালাগ (বালা-গুল্) বলেছেন।
(সূরা ইব্রাহীম ৫২)
৪৮.প্রত্যাদেশ ও ওহীর মাধ্যমে এ কুরআন প্রেরণ করে সবচেয়ে ভালো কাহিনী বর্ণনা করেছেন বলে একে বলেছেন - কাসাস (ক্বস্বাস্বি)(সূরা ইউসুফ ৩)
৪৯. পবিত্র কুরআন সত্যতা নিশ্চিতকারী ও তা প্রমাণকারী বলে একে মুসাদ্দিক (মুস্বদ্দিক্বল) বলা হয়েছে।
"তিনি সত্যসহ তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন,যেটা পূর্বের কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী এবং তিনি তাওরাত ইঞ্জিল গ্রন্থ ও অবতীর্ণ করেছেন "(সূরা আল ইমরান ৩)
৫০. উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্মানিত, সমাধিক পবিত্র মহিমান্বিত,গৌরবান্বিত, শুদ্ধ, শোধিত, পবিত্র গ্রন্থ কুরআনকে তিনি আরও কিছু মর্যাদাপূর্ণ নাম,তথা- সুহুফ (স্বুহু'ফিম), মুকাররম (মুকারমাহ),মাহফুজ (মার্ ফূআ'তিম), মুতাহ্ হার দিয়েছেন এবং তাকে তিনি সম্মানিত স্থান লাওহে মাহফুজে ও মর্যাদাবান পূত পবিত্র লেখকদের হাতে সংরক্ষিত রেখেছেন।
(সূরা আবাসা ১১-১৬)
পবিত্র কুরআন-কে আল্লাহ-কাঙ্ক্ষিত তথা কুরআন-নির্দেশিত সঠিকপথে পরিপূর্ণভাবে জীবনে গ্রহণ করে, যথার্থ মুত্তাকী পরহেজগার ও আদর্শ মুমিন হওয়ার জন্ ; উক্ত কুরআনী-শিক্ষাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে, কুরআনী জীবন গড়তে হবে আমাদের সবাইকে।

(লেখক হাই স্কুলের শিক্ষক)

মাহে রমজানে রাসূল সা.-এর ৬ আমল

সেলিম হোসাইন

ইবাদতের বসন্তকাল মাহে রমজান। এ মাসে রাসূল সা. নিজে ইবাদতের সাগরে ডুব দিতেন এবং পরিবার ও সাহাবিদের বেশি বেশি ইবাদত করতে উৎসাহ দিতেন। মাহে রমজানে রাসূল সা.-এর ইবাদত সম্পর্কে অনেক বড় বড় বই লেখা হয়েছে।
হাদিসের কিতাবেও সিয়াম অধ্যায়ে রাসূল সা. এর রমজানের ইবাদত সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তবে মোটাদাগে বলতে গেলে মাহে রমজানে রাসূল সা. ৬ ধরনের আমল করতেন। আসুন সংক্ষেপে সে আমলগুলো সম্পর্কে জেনে নিই।
মাহে রমজানে রাসূল সা.-এর ৬ আমল মাহে রমজানের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আমল হলো, রোজা রাখা। রাসূল সা. সাহরি খেয়ে রোজা রাখতেন। দেরি করে সাহরি খাওয়াকে তিনি উম্মতের জন্য কল্যাণকর এবং দ্রুত ইফতার করাকে সৌভাগ্যের চিহ্ন বলেছেন। রাসূল সা.-এর সাহরি ও ইফতারে কোনো জাঁকজমক ছিল না। খুব সাদামাটা খাবারের আয়োজনের মাধ্যমে তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সংযমী হওয়া রোজার উদ্দেশ্য পূরণ তথা মুত্তাকি হওয়ার জন্য আবশ্যক।

রোজার পরই রাসূল সা. যে আমলটির ব্যাপারে সবচেয়ে যত্নশীল ছিলেন তা হলো, রাতে দীর্ঘ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে থাকা। রাসূল সা.-এর ওপর তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। কিন্তু রমজান মাসে তিনি রাতের নামাজের ব্যাপারে আরও বেশি যত্নশীল ছিলেন। বিশুদ্ধ হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূল সা. টানা তিন দিন ২০ রাকাত করে তারাবিহর নামাজ আদায় করেছেন। পরবর্তী সময়ে সাহাবিদের অতিরিক্ত আগ্রহ এবং উম্মতের ওপর ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি এ নামাজ জামাতে আদায় করা থেকে বিরত থাকেন। উম্মতকে উৎসাহ দিয়ে রাসূল সা. বলেছেন, রমজানের রোজা এবং সালাতুত তারাবিহর বিনিময়ে বান্দার পূর্ববর্তী জীবনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। মাহে রমজানেই পবিত্র কোরআন নাজিল হয় এবং রাসূল সা. এ মাসেই নবুয়তের নূর লাভ করেন। ফলে রমজান মাসে রাসূল সা. বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতেন। প্রতি বছর যতটুকু কোরআন নাজিল হতো রাসূল সা. জিবরাইলকে তা শোনাতেন এবং জিবরাইলও আবার রাসূল সা.-কে ততটুকু তেলাওয়াত করে শোনাতেন।
বছরের প্রতি রাতই রাসূল সা. যত্নের সঙ্গে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তবে রমজান এলে সে যতে যেন রত্ন খোঁজার মতো মনোযোগী হতেন। দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদ আদায়ের কারণে রাসূল সা.-এর পবিত্র পা মোবারক ফুলে যেত। বছরের অন্যান্য সময় রাসূল সা. স্ত্রীদের তাহাজ্জুদ নামাজের ব্যাপারে জোর না দিলেও রমজানে বেশ আদরের সঙ্গে ডাকাডাকি করতেন। কখনো কখনো উম্মাহাতুল মুমিনিনদের ঘুম ভাঙানোর জন্য মুখে পানিও ছিটিয়ে দিতেন রাসূল সা.।
মাহে রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করা রাসূল সা.-এর নিয়মিত সুন্নত ছিল। রাসূল সা.-এর ওফাতের পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীরা এ সুন্নত জারি রেখেছিলেন। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর রেওয়াত থেকে জানা যায়, রাসূল সা. প্রতি রমজানের শেষ ১০ দিন এতেকাফ করতেন। কিন্তু মৃত্যুর আগের বছর তিনি এতেকাফ করতে পারেননি। তবে মৃত্যুর বছর তিনি আগের বছরের ১০ দিনসহ মোট ২০ দিন এতেকাফ করেছিলেন।
এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য হলো লাইলাতুল কদর তালাশ করা। যেহেতু এ সৌভাগ্যময় রজনী নির্দিষ্ট নয়, তাই রমজানের শেষ দশকের এতেকাফের মাধ্যমে এ রাত ভাগ্যে জুটবে বলে হাদিস শরিফে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে।
মাহে রমজানে রাসূল সা. অত্যধিক পরিমাণে দানখয়রাত করতেন। বুখারি হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূল সা. প্রবাহিত বাতাসের মতো এ মাসে দান করতেন। অর্থাৎ বাতাস যেমন সব সময় প্রবাহিত হয়, কখনো বন্ধ থাকে না, তেমনি এ মাসেও রাসূল সা. দানের হাত সব সময় সচল রাখতেন, কখনো গুটিয়ে নিতেন না।

রমজানের শেষ দশকে ইবাদতের গুরুত্ব

মাইমুনা আক্তার

রহমত ও মাগফিরাতের দশক শেষ হওয়ার পর আমাদের মধ্যে হাজির হলো নাজাতের দশক। পবিত্র রমজানের এই দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী রমজানের শেষ দশকে শান্তির বার্তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। যে রাতকে মহান আল্লাহ লাইলাতুল কদর আখ্যা দিয়েছেন।
মোবারক এই রাতকে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম করেছেন।
মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি একে নাজিল করেছি মহিমান্বিত রাতে (লাইলাতুল কদর)। আপনি কি জানেন মহিমান্বিত রাত কী? মহিমান্বিত রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। সেই রাতে প্রতিটি কাজের জন্য ফেরেশতারা এবং রুহ তাদের প্রতিপালকের আদেশক্রমে অবতীর্ণ হয়। সেই রাতে শান্তিই শান্তি, ফজর হওয়া পর্যন্ত।' (সুরা : কদর, আয়াত : ১-৫)

বিভিন্ন হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, উল্লিখিত আয়াতে মহিমান্বিত যে রাতের কথা বলা হয়েছে, তা এই শেষ দশকেই লুকিয়ে আছে।
কেননা রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করো। (বুখারি, হাদিস : ২০১৭)
আমাদের নবীজি সা. নিজেও শেষ দশকে ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন।

এ সময় তিনি যেভাবে ইবাদত করতেন, যা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি হতো। এমনকি ইবাদতের মাধ্যমে পূর্ণ সময় কাটানোর আশায় তিনি প্রতিবছর শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।
হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'ইন্তেকাল পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সা. রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন। এরপর তাঁর স্ত্রীরাও ইতিকাফ করেছেন।' (বুখারি, হাদিস : ১৮৬৮; মুসলিম, হাদিস : ২০০৬)
শেষ দশকে অধিক ইবাদতের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে দোয়াও করতে হবে।
কেননা নবীজি সা. রমজানের শেষ দশকে বেশি বেশি দোয়া করতেন। উম্মতকে শেষ দশকে বেশি বেশি দোয়া করার পরামর্শ দিতেন।
আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি লাইলাতুল কদর জানতে পারি, তাহলে সে রাতে কী বলব? তিনি বলেন, তুমি বোলো, (উচ্চারণ) 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন, তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নি।' (অর্থ) হে আল্লাহ, আপনি সম্মানিত ক্ষমাকারী, আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫১৩)
এ ছাড়া যেহেতু এটি নাজাতের দশক, এই দশকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য আমরা বেশি বেশি তাওবা করতে পারি। কেননা এই মাস মহান আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ করিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার মাস। কোনো ব্যক্তি যদি রমজানে তার গুনাহ ক্ষমা করাতে ব্যর্থ হয়, তবে তার প্রতি রাসুলুল্লাহ সা.-এর হুঁশিয়ারি আছে। তিনি বলেছেন, 'ওই ব্যক্তির নাক ধুলিধূসরিত হোক, যে রমজান পেল এবং তার গুনাহ মাফ করার আগেই তা বিদায় নিল।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৪৫)
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে রমজানের শেষ দশকে ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

যেসব আমলে সদকার সওয়াব মেলে

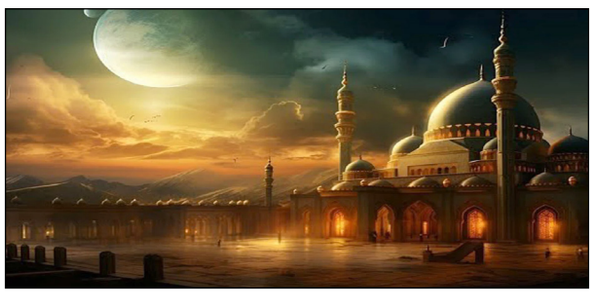

মাইমুনা

মহান আল্লাহকে খুশি করার অন্যতম মাধ্যম সদকা। সাধারণত আমরা 'সদকা' বলতে বুঝি, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় কাউকে অর্থ-সম্পদ, খাবার কিংবা পোশাক ইত্যাদি দান করা।

সদকাকে এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা হলে মনে হবে সদকার সম্পর্ক শুধু অর্থ-সম্পদের সঙ্গে। যার কাছে অর্থ-সম্পদ আছে, সেই শুধু সদকা করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। যার কাছে নেই, তার সদকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কোনো ব্যবস্থা নেই; কিন্তু বিষয়টি আসলে এ রকম নয়।

রাসুল সা.-এর বিভিন্ন হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, যারা অসচ্ছল, যাদের কাছে সদকাযোগ্য অর্থ-কড়ি নেই, তাদের জন্যও সদকা করার রাস্তা খোলা আছে।

সদকা মূলত দুই প্রকার- ১. অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে সদকা। ২. আমলের মাধ্যমে সদকা। নিম্নে কোরআন-হাদিসের আলোকে আমলের মাধ্যমে সদকার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। আমলের মাধ্যমে সদকা

তাসবিহ, জিকির ইত্যাদি : আবু জার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা.-এর কিছুসংখ্যক সাহাবি তাঁর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, ধন-সম্পদের মালিকরা তো সব সওয়াব নিয়ে নিচ্ছে। কেননা আমরা যেভাবে নামাজ আদায় করি তারাও সেভাবে আদায় করে। আমরা যেভাবে সিয়াম পালন করি তারাও সেভাবে সিয়াম পালন করে।

কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে সওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি সা. বলেন, আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের এমন কিছু দান করেননি, যা সদকা করে তোমরা সওয়াব পেতে পার? আর তা হলো প্রত্যেক তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) একটি সদকা, প্রত্যেক তাকবির (আল্লাহু আকবার) একটি সদকা, প্রত্যেক তাহমিদ (আলহামদু লিল্লাহ) বলা একটি সদকা, প্রত্যেক 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সদকা। (মুসলিম, হাদিস : ২২১৯)

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ : মানুষকে সৎ কাজের আহ্বান করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহী করাও সদকা সমতুল্য। রাসুল সা. বলেছেন, 'প্রত্যেক ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ করতে দেখলে নিষেধ করা ও বাধা দেওয়া একটি সদকা।' (মুসলিম, হাদিস : ২২১৯)।

নম্র ব্যবহারও ভালো কাজ : মহান আল্লাহ প্রতিটি পুণ্যের কাজকেই সদকা হিসেবে গণ্য করেন। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, প্রতিটি পুণ্যই দান-খয়রাতস্বরূপ। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের পাত্রে একটু পানি ঢেলে দেওয়াও সৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৩০৪)

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, সদকা শুধু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আমল নয়, অসচ্ছল দরিদ্র ব্যক্তিরাও কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে সদকার সওয়াব পেতে পারে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। মহান আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

রমজানে যার গুনাহ মাফ না হয় সে হতভাগা

মাহমুদুল হক

দেখতে দেখতে রমজান শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই তো কয়েক দিন আগেই শুরু হয়েছিল। আমরা অনেকেই হয়তো এবাদত-বন্দেগির বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছিলাম। করব করব করে কতটুকু করতে পেরেছি নিজেই ভালো জানি। তাই রমজান মাস শেষ হওয়ার আগে অনুতপ্ত হই। যাতে করে শেষ হয়ে গেলে, না বলতে হয়- হায়, রমজান চলে গেল, কিছুই করতে পারলাম না; এই তো আর কিছুদিন বাকি। তারপরই শেষ হয়ে যাবে রহমত মাগফিরাত নাজাতের মাস। এ সময় আমাদের বিশেষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের কথা মনে পড়ে। যেখানে তিনি বলেছেন। হজরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করলেন। প্রথম ধাপে উঠে বললেন, আমিন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে উঠেও বললেন, আমিন। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসূল! আপনাকে এভাবে তিনবার আমিন বলতে শুনলাম? এর কারণ কী? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যখন মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহণ করলাম তখন জিবরাইল আগমন করলেন এবং বললেন, ওই ব্যক্তি হতভাগা, যে রমজান মাস পেল এবং রমজান গত হয়ে গেল, কিন্তু তার গুনাহ মাফ হলো না। আমি বললাম, আমিন (বুখারি, হাদিস নং ৬৪৪।

কোরআন নাজিলের মাস রমজান। এ মাসের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হলো কোরআন। তাই রমজানের শেষ দিকে এসে আমরা বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি। যাতে করে রোজা শেষ হয়ে গেলে যেন আফসোস করতে না হয়, রমজানে তো যথাযথ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারলাম না। হাদিসে এসেছে, এই কোরআন মৃত্যুর পরে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব! দিবসে আমি তাকে পানাহার ও (বেধ) জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে নিবৃত্ত রেখেছি। তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। কোরআন বলবে, রাতে আমি তাকে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৬৬২৬।

শেষ দশকে শবেকদর নামে একটি রাত আছে। আল্লাহ বান্দার জন্য সেই রাতে বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। এ রাতের মাহাত্ম্য ঘোষণা করার জন্য একটি সুরা অবতীর্ণ করেছেন। যেখানে তিনি বলেছেন, একটি রাতের এবাদতের বিনিময়ে হাজার মাসের চেয়েও বেশি দিব বান্দা! এরপরও কি আমরা অবহেলায় উদাসীনতায় রমজানের শেষদিকের রাতগুলো কাটিয়ে দেব? যদি কাটাই তাহলে আফসোস তো আমাদের জন্যই থেকে যাবে। এ প্রসঙ্গে হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রমজানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, এই মহিমান্বিত মাস উপস্থিত। তাতে একটি রজনী রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হলো, সে যেন সব কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। আর কেবল অভাগাই এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৬৪৪। রমজান চলে যাবে। আমরা এবাদত করি বা না করি। সে এসেছিল, আমাদের নেকির পাল্লা বৃদ্ধি করতে। জানি না কে কতটুকু সওয়াব আমলনামায় জমা করতে পেরেছি বা পারব! তাই তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু রমজানের আমল কবুল হওয়ার বিষয়ে ঈদের দিন বলতেন, জানি না, আমাদের মধ্যে কার রোজা-এবাদত কবুল করা হয়েছে আর কার আমল কবুল হয়নি। যার আমল কবুল হয়েছে, তোমাকে স্বাগতম! আর হে বঞ্চিত! আল্লাহ তোমার ক্ষতিপূরণ করুন।

ইসলামে নারী-পুরুষের ইতিকাফ

শরিফ আহমাদ

ইতিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আত্মশুদ্ধি, ইবাদতের প্রতি একাগ্রতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ইতিকাফ সুপ্রাচীন ইবাদত হওয়ায় যুগে যুগে এর আমল হয়েছে। ইতিকাফ করার জন্য মসজিদকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আর আমি (আল্লাহ) ইবরাহিম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিলাম যে তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১২৫)

ইতিকাফসংক্রান্ত জরুরি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো–

ইতিকাফের শর্ত

ইতিকাফের প্রধান শর্ত তিনটি– এক. ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে।

দুই. এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে, যেখানে নামাজের জামাত হয়–জুমার জামাত হোক বা না হোক। তিন. মহিলাদের ক্ষেত্রে হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র হতে হবে। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্ঠা-২৫৭)

ইতিকাফের প্রকার

ইতিকাফ তিন প্রকার–এক. ওয়াজিব। এটা হলো মান্নতের ইতিকাফ। মান্নতের ইতিকাফের জন্য রোজা রাখা শর্ত। সুন্নত ইতিকাফ ফাসেদ হয়ে গেলেও তার কাজা আদায় করা ওয়াজিব। (বুখারি, হাদিস : ১৯১৪)

দুই. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। এটা হলো রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. রমজানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীরাও (সে দিনগুলোতে) ইতিকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ১৮৯৯)

রমজানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের আগে থেকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ইতিকাফের সময়। বড় গ্রাম বা শহরের প্রতিটি মহল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে কেউ কেউ ইতিকাফ করলে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর কেউই না করলে সবাই সুন্নত তরকের জন্য দায়ী হবে।

তিন. মুস্তাহাব বা নফল ইতিকাফ। এই ইতিকাফের জন্য কোন দিন বা সময়ের পরিমাপ নেই এবং রোজাও শর্ত নয়। অল্প সল্প সময়ের জন্যও তা হতে পারে।

মহিলাদের ইতিকাফের স্থান

পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ সুন্নত। এ জন্য বাড়িতে মহিলাদের নিজের ঘরে আগে থেকে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা থাকলে সেখানে অথবা জায়গা নির্ধারিত করে সেখানে ইতিকাফ করা সর্বোত্তম। এটাই নিরাপদ এবং সওয়াব অর্জনের মাধ্যমে। তবে কোনো মহিলা যদি মসজিদে পূর্ণ পর্দার সঙ্গে ইতিকাফ করে তাহলে তা মাকরুহের সঙ্গে আদায় হবে। রাসুলুল্লাহ সা.-এর একাধিক স্ত্রী মসজিদে ইতিকাফ করতে চাওয়ায় তিনি তখন ইতিকাফ করেননি। পরে কাজা আদায় করেছেন।

এখান থেকে বোঝা যায়, ইতিকাফের বিধানটি মূলত পুরুষদের জন্য মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, নারীদের জন্য নয়। (বুখারি, হাদিস : ১৯০৫)

ইতিকাফ ভাঙার কারণ

ইতিকাফ পালনের জন্য কিছু নিয়ম ও শর্ত আছে। এগুলো মেনে চলা আবশ্যক। যদি কেউ শর্তভঙ্গকারী কোনো কাজ করে তাহলে তার ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

এক. স্ত্রী সহবাস করলে ইতিকাফ ফাসেদ হয়ে যায়। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৭)

দুই. ইতিকাফের স্থান থেকে শরিয়তসম্মত প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হলে ইতিকাফ ফাসেদ হয়ে যায়। শরিয়তসম্মত প্রয়োজন হলে বাইরে যাওয়া যায়। যেমন–ফরজ গোসলের জন্য বের হওয়া ইত্যাদি। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনেও বের হওয়া যায়। যেমন–পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া, খাদ্য-খাবার এনে দেওয়ার লোক না থাকলে খাওয়ার জন্য বের হওয়া ইত্যাদি। যে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার পর সত্বর ফিরে আসতে হবে। বিনা প্রয়োজনে কারো সঙ্গে কথা বলবে না। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ইতিকাফে থাকতেন, তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না। (বুখারি, হাদিস : ১৯০২)

আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে জাকাত

ইকবাল কবীর

ইসলামের সুরম্য প্রাসাদ যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর নির্মিত তার মধ্যে অন্যতম হলো জাকাত। এটি ইসলামী সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম চালিকাশক্তি। কোরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮২ বার জাকাতের নির্দেশনা রয়েছে। এর দ্বারা জাকাত আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

'জাকাত' শব্দ দ্বারা ৩০ বার, 'ইনফাক' দ্বারা ৪৩ বার এবং 'সাদাকাত' দ্বারা ৯ বার এই জাকাতের নির্দেশনা রয়েছে। আল-কোরআনের ১৯টি সুরায় জাকাতের আলোচনা আছে।

ইসলামে সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছে আত্মার পবিত্রতার জন্য আর জাকাতের বিধান দেওয়া হয়েছে সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য।

'জাকাত' বলতে ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করাকে বোঝায়। পারিভাষিক অর্থে জাকাত বলতে সাহেবে নিসাবের ধন-সম্পদ, জমির ফসল ও খনিজ সম্পদের ওপর শরিয়ত নির্ধারিত অবশ্য দেয় সেই অংশকে বোঝায়, যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের নিয়তে, ঈমানের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন এবং সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধনের আশায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয়-বণ্টন করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট তহবিলে জমা দেওয়া হয়। শরিয়তে মুসলিমদের জমিতে উৎপাদিত ফসলের জাকাতকে বলা হয়েছে ওশর। একে ফল ও ফসলের জাকাতও বলা হয়ে থাকে। ওশর মানে ১০ ভাগের এক ভাগ।

জাকাত কোনো দান বা করুণার বিষয় নয়। এটা ধনীদের সম্পদে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত দরিদ্র জনগণের অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। জাকাত ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। জাকাত দরিদ্র, অভাবী, অসহায় ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার যেমন গ্যারান্টি, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির হাতিয়ার।

জাকাত শুধু মহানবী সা.-এর সময়ই ফরজ ছিল না, মানব সৃষ্টির পর থেকে সব সমাজে জাকাতের বিধান কার্যকর ছিল। তবে তার প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন ধরনের। তার কারণ জাকাত ছাড়া সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ যেমন তৈরি হতে পারে না, তেমনি সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও হতে পারে না।

আমরা লক্ষ করি, আল্লাহ তাআলা নবী ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর ওপর জাকাতের বিধান দিয়ে বলেন, 'আমি তাদের ইমাম করেছি, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। তাদের ওহি প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং জাকাত প্রদান করতে। তারা আমারই ইবাদত করত।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৭৩)।

বনি ইসরাঈলিদের কথা উল্লেখ করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ১২)।

আল্লাহ ঈসা (আ.)-এর প্রসঙ্গে বলেন, 'সে বলল, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি তত দিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে।' (সুরা : মারইয়াম, আয়াত : ৩১)।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে জাকাত

মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় জাকাত সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন।

সুরা বাকারার ১১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো।'

একই সুরার ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত আদায় করো আর বিনয়ীদের সঙ্গে বিনয় প্রকাশ করো।'

সুরা বাইয়্যিনার ৫ নম্বর আয়াতে জাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এবং তোমাদের এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে আর এটাই সঠিক দ্বিন।'

সুরা তাওবার ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তবে তারা যদি তাওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বিনি ভাই।'

জাকাত সম্পর্কে রাসুল কারিম সা. বলেন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি এ জন্য যে আমি যুদ্ধ করব লোকদের সঙ্গে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসুল এবং নামাজ কায়েম করবে ও জাকাত দেবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৫)।

জাকাত না দেওয়ার পরিণতি

সম্পর্কে মহানবী সা. বলেন, 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে জাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথাবিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৪০৩)।

জাকাতের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব

জাকাত গরিবের হক হিসেবে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। জাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম উৎস। জাকাত এ জন্য ফরজ করা হয়েছে, যেন সম্পদ শুধু ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না থাকে, বরং কিছু সম্পদ অভাবী, অসহায় ও দরিদ্র লোকদের কাছেও হস্তান্তরিত হয়। এতে সমাজে বেকারত্বও কমে যায়। এভাবে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে জাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ অভাবে থাকলে বা ক্ষুধার্ত থাকলে তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায়। সে যেকোনো উপায়ে তার জীবনধারণের চেষ্টা করে। ফলে তার মধ্যে ধর্ম-অধর্ম কোনো জ্ঞান থাকে না। ক্ষুধার্ত বা অভাবী মানুষ যেকোনো অপরাধ করতে কাপর্ণ্য করে না। একসময় সে কুফরির দিকে ধাবিত হয়। তাই মহানবী সা. দরিদ্রতা ও কুফরি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। দারিদ্র্য মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিলুপ্ত করে। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা (রা) বলেন, যার বাড়িতে আটা নেই, তার নিকট কোনো পরামর্শ দিতে যেয়ো না। কারণ তার চিন্তা বিক্ষুব্ধ হতে বাধ্য। জাকাতের আর্থ-সামাজিক গুরুত্বের কিছু বিষয় নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

ক. জাকাত সম্পদকে পবিত্র করে : সালাত যেমন মানুষের আত্মাকে পবিত্র করে, তেমনি জাকাত তার ধন-সম্পদকে পবিত্র এবং অকল্যাণমুক্ত করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তাদের সম্পদ থেকে সদকা (জাকাত) গ্রহণ করুন, এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১০৩)।

মহানবী সা. এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জাকাত প্রদান করবে, তার সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূর হয়ে যায়।' (তারবানি, হাদিস : ১৬০৮)।

খ. জাকাত দারিদ্র্য দূর করে : সুরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা জাকাতের আটটি খাতের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে চারটি খাত হলো : ফকির, মিসকিন, দাস-দাসী এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। এই চারটি শ্রেণির মানুষ হচ্ছে অবহেলিত, পীড়িত ও অভাবগ্রস্ত। জাকাত এদের মধ্যে বণ্টিত হলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে বাধ্য, যা সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করে সমাজকে করে আর্থিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। আমরা এক পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১০.৫ শতাংশ লোক দরিদ্র এবং সার্বিক দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ। আর মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ লোক জাকাত দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। এই হিসাবে বাংলাদেশে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা জাকাত আদায় হওয়ার কথা। যদি শরয়ি আইন ও নীতি মেনে জাকাত আদায় ও বিতরণ করা হয়, তাহলে ২০.৫ শতাংশ লোকের দরিদ্র থাকার কথা নয়।

গ. জাকাত উৎপাদন বৃদ্ধি করে : অর্থনীতিতে জাকাতের প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য। জাকাত গরিব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টিত হলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে এসব লোকের চাহিদা বাড়ে। চাহিদা পূরণের জন্য স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন ও জোগান বৃদ্ধি পায়। এতে বাজারে চাহিদা বাড়ে। চাহিদা বাড়ার কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে মুনাফাও বেড়ে যায়। এভাবে জাকাত অর্থনীতিতে সঞ্চারিত গতি হয়। ফলে সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বেড়ে যায়।

ঘ. জাকাত অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে : জাকাত ঠিকমতো আদায় ও বিলি-বণ্টন হলে গরিব ও অভাবীরা সচ্ছল ও উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ পায়। ফলে ধনী-গরিবের বৈষম্য দূরীভূত হয়। জাকাত ধনীদের সম্পদকে গরিবদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে সম্পদ কেবল ধনীদের হাতেই আটকে থাকে না। মানুষের মধ্যে ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা সুরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন, 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।'

ঙ. জাকাত সমাজে শান্তি আনয়ন করে : জাকাত প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতির যে ভীত তৈর হয় তাতে ধনী-গরিবের বৈষম্য কমে যায়। সমাজের বিরাট হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে সম্পদ বণ্টিত হওয়ার ফলে সমাজে থাকে না কোনো বিরোধ। এতে জাকাত দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সহমর্মিতা ও সদ্ভাবের সম্পর্ক তৈরি হয়। পারস্পরিক ভালোবাসায় সবাই সিক্ত হয়। এতে সমাজে ফিরে আসে শান্তি ও নিরাপত্তা।

দারিদ্র্য বিমোচন ও জাকাত

জাকাতের বহুমুখী অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, বিশেষ করে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তার অভাব-অনটন দূর করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে জাকাতের ভূমিকা অনন্য। ইসলাম সমাজের অনাহারী, অভুক্ত ও অবহেলিত মানুষের চাহিদা পূরণে গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি এসব শ্রেণির চাহিদার অবহেলার পরিণতি সম্পর্কে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'সে প্রকৃত মুসলমান নয়, যে তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজের উদরপূর্তি করে।'

ইসলামের এই যে বিধান এবং মানুষের কাছে অর্থনৈতিক সহায়তা পৌঁছে দিয়ে তাকে স্বাবলম্বী ও কর্মক্ষম করে তোলা, তার অনন্য কর্মকৌশল হলো জাকাতব্যবস্থা। অতএব, ইসলামের বনিয়াদি নীতির স্বার্থে, দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির লক্ষ্যে এবং সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সমপদশালী মুসলমানের উচিত সুষ্ঠুভাবে জাকাত আদায় করা।

রোজাদারের মানসিক প্রশান্তি

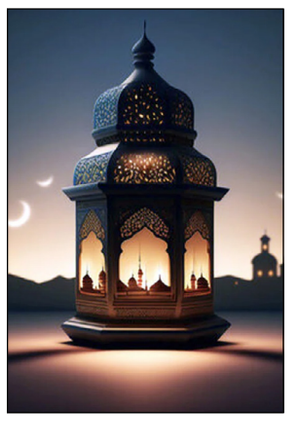

হাবিবা আক্তার

যেকোনো ইবাদত মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে। তবে রোজা রেখে মুমিন অন্য সব ইবাদতের তুলনায় অধিক প্রশান্তি খুঁজে পায়। কেননা রোজাদারের জন্য আল্লাহ যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তা যেমন প্রেমময়, তেমনি অতি সম্মানের। যেমন রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যই–রোজা ছাড়া। তা আমার জন্য, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। আর রোজাদারদের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯২৭)

রোজাকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'রোজা আমার জন্য'। যা একজন আল্লাহপ্রেমী মুমিনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মুহাদ্দিসরা বলেন, রোজা 'রিয়া' বা প্রদর্শন প্রিয়তামুক্ত হওয়ার কারণেই আল্লাহ তাকে নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, 'অন্যান্য ইবাদতে 'রিয়া' (অন্যকে দেখানোর আগ্রহ) থাকলেও রোজার ক্ষেত্রে তা নেই। রোজা সম্পর্কে শুধু আল্লাহই জানেন। এ জন্য আল্লাহ রোজাকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।' আর ইবনুল জাওঝি (রহ.) বলেন, 'প্রায় সব আমলই কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং কাজগুলোর খুব কমই অন্যকে দেখানোর মোহ থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু রোজা এর বিপরীত।' আল্লামা ইবনু আবদিল বার (রহ.) বলেন, অন্য সব ইবাদতের ওপর রোজার মর্যাদা প্রমাণের জন্য আল্লাহ বলেছেন, রোজা আমার জন্য। আবু উমামা (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ সা. যেমনটি বলেছিলেন, 'তুমি রোজাকে আঁকড়ে ধরো, যেহেতু এর কোনো বিকল্প নেই।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২২২০)

পৃথিবীর ভালো কাজের প্রতিদান ও মন্দ কাজের শাস্তি আল্লাহ নিজে দেন।

তারপরও উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহর ভাষ্যে বলা হয়েছে, আমি তার পুরস্কার দিই। হাদিসের ব্যাখ্যাকাররা বলেন, নিজে দেওয়ার দ্বারা রোজা বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিদান প্রদান উদ্দেশ্য। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, আমলের সাধারণ হিসাব আল্লাহ মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আমলের প্রতিদান ১০ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। রোজা এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ রোজাদারের জন্য সীমাহীন প্রতিদান রেখেছেন। এক বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ বলেছেন, আমিই রোজার প্রতিদান হয়ে যাই। একজন মুমিনের জন্য এর থেকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কথা কী হতে পারে যে আল্লাহ তার জন্য হয়ে যাবেন!

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেন, হাদিসটি নানাভাবে রোজার মর্যাদা প্রমাণ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব আমলের মধ্যে রোজাকে নিজের জন্য বিশেষায়িত করেছেন। কেননা রোজার মাধ্যমে আল্লাহর জন্য বান্দার নিষ্ঠা প্রকাশ পায়। এ আমলের রহস্য আল্লাহ ও তার বান্দা ছাড়া অন্যরা জানে না। সুতরাং আল্লাহর ভয়ে ও তার প্রতিদান লাভের জন্য সে তা পরিহার করে। বান্দার এই নিষ্ঠার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ সব ইবাদতের মধ্যে নিজের বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ সবাইকে রোজার প্রশান্তি অর্জনের তাওফিক দিন।

ব্রাজিলকে উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেয়ে যায় আর্জেন্টিনা। রাত ২টায় শুরু হওয়া বাছাইপর্বের অন্য ম্যাচে উরুগুয়েকে বলিভিয়া হারাতে না পারায় দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলা নিশ্চিত হয়ে যায় আলবিসেলেস্তেদের। সুখবর শোনার পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে মাঠে নামে লিওনেল স্কালোনির দল। ম্যাচে ব্রাজিলকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে 'সুখবর' উদ্‌যাপন করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তালে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকালের ম্যাচে ব্রাজিলকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে কয়েক বছরের জয় খরা কাটানোর যে প্রত্যাশা নিয়ে আর্জেন্টিনা সফরে যায় ব্রাজিল। ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনাকে তাদের মাঠে হারানোর হুঙ্কারও দিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়া। কিন্তু হুঙ্কার সেই পর্যন্তই।

উল্টো চতুর্থ মিনিটে গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে ব্রাজিল। হুলিয়ান আলভারেজের গোলে এগিয়ে যাওয়া আর্জেন্টিনাকে, ১২ মিনিটে ২-০ গোলের লিড এনে দেন এনজো ফার্নান্দেজ। দুই গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ব্রাজিল ২৬ মিনিটে আর্জেন্টিনা রক্ষণের ভুলে ব্যবধান কমায়। ম্যাথিয়ুস কুনহার গোলে ম্যাচে ফেরার আভাস দিলেও ৩৭ মিনিটে লিভারপুলের অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের গোলে ব্যবধান ৩-১ করে নেয়।

এই ব্যবধান নিয়ে বিরতিতে যায় দুই দল।

গোল পেতে মরিয়া ব্রাজিল বিরতির পর তিনটি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামে। কিন্তু তাতেও খেলার খুব আহামরি পরিবর্তন হয়নি। রাফিনিয়া চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জালের দেখা পাননি।

উল্টো আর্জেন্টিনার ফরোয়ার্ডদের সামনে ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে দেখা যায় দিকহারা। ৭১ মিনিটে তালিয়াফিকোর ক্রস বেশ কঠিন কোণ থেকে নেওয়া শটে গোল করেন আলমাদার বদলি নামা জুলিয়ানো সিমিওনে। শেষ পর্যন্ত আর কোনো দলই বল জালে না জড়ালে ৪-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা।

এই জয়ে ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। আর সমান ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের চারে আছে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিনরা।

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের চেষ্টা করায় যোগী প্যাটেলের কারাদণ্ড

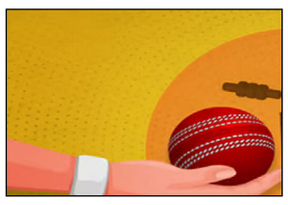

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচ ফিক্সিংয়ের চেষ্টা করায় যোগী প্যাটেল নামের এক ভারতীয় নাগরিককে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার আদালত। পাশাপাশি তাকে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরে শ্রীলঙ্কায় ব্যবসার সূত্রে থাকতেন যোগী। ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে লিজেন্ডস লিগ টি২০ প্রতিযোগিতা হয়। সেই সময় তিনি ম্যাচ পাতানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে আদালতে। সেই কারণে শ্রীলঙ্কার মাটালে শহরের একটি আদালত যোগীকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে।

যোগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক উপুল থারঙ্গা। তার মাধ্যমে ক্রিকেটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যোগী ম্যাচ পাতানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।

সেই অভিযোগের পর গত বছর মার্চ মাসে যোগীকে গ্রেফতার করে আদালত। তবে মে মাসে কঠোর শর্তে জামিনে মুক্তি পান। তিনি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও দেশ ত্যাগ করেন তিনি।

তার আইনজীবীরা দাবি করেছেন, মৃত্যুর হুমকি পাওয়ার কারণে দেশ ছেড়েছিলেন যোগী।

বিচারক পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে ইন্টারপোল ওয়ারেন্টের জন্য আবেদন করার নির্দেশ দেন। তার অনুপস্থিতিতে বিচার করা হয় এবং তাকে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে যুক্ত থাকার জন্য ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৮৫ মিলিয়ন শ্রীলঙ্কান টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া উপুল থারাঙ্গাকে মানহানির জন্য ২ মিলিয়ন শ্রীলঙ্কান টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যোগীকে।

২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার স্পোর্টস সম্পর্কিত দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী, ক্রীড়া সম্পর্কিত দুর্নীতির জন্য ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং বড় অঙ্কের জরিমানা হতে পারে।

আর্জেন্টিনার কাছে হেরে চাকরি যাওয়ার অবস্থা ব্রাজিল কোচের

আপনজন ডেস্ক: দায়িত্ব নিয়েছেন এক বছরের বেশি সময়। দরিভাল জুনিয়রের অধীনে ব্রাজিল ম্যাচ খেলে ফেলেছে ১৬টি, যেখানে ব্রাজিল জিততে পেরেছে মাত্র ৭টিতে। সর্বশেষ দলটি আজ হেরে গেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার কাছে। সেটিও ৪-১ ব্যবধানে। বোঝাই যাচ্ছে, নতুন শুরুর কথা বলে যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন দরিভাল, সেই শুরু এখন পর্যন্ত করতে পারেননি। তাই ক্রমেই চাপের মুখে পড়ছেন এই ব্রাজিল কোচ। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এমন হারের পর নাকি ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনে দরিভালের ছাঁটাই নিয়ে কথা উঠেছে, এমন খবর দিয়েছে ব্রাজিলের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম ও গ্লোবো। গত নভেম্বরে ভেনেজুয়েলা ও উরুগুয়ের বিপক্ষে ড্র করার পর মার্চে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা ম্যাচটি দরিভালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেখানে কলম্বিয়ার বিপক্ষে জয় পেলেও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ব্রাজিল মুখ থুবড়ে পড়েছে। এমন পারফরম্যান্সের পর সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজের সঙ্গে কোচের সম্পর্ক আরও খারাপ হতে শুরু করেছে। ও গ্লোবো তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, ব্রাজিলের ড্রেসিংরুমের অবস্থাও খুব একটা সুখকর নয়।

আইপিএলে দ্রুততম ১৫০ উইকেটের মাইলফলকে রশিদ খান

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ইতিহাসে অন্যতম দ্রুততম বোলার হিসেবে ১৫০ উইকেট নেওয়ার মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আফগান অলরাউন্ডার রশিদ খান। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ১ উইকেট নিয়ে এই কীর্তি গড়েন গুজরাট টাইটান্সের এই খেলোয়াড়।

আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম বোলার হিসেবে ১৫০ উইকেট নিলেন রশিদ খান। এই মাইলফলক স্পর্শ করতে রশিদের লেগেছে ১২২ ম্যাচ।

রশিদের চেয়ে দ্রুততম এই মাইলফলক স্পর্শ করেন লাসিথ মালিঙ্গা (১০৫ ম্যাচ) এবং যুজবেন্দ্র চাহাল (১১৮ ম্যাচ)।

রশিদের পরেই রয়েছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের পেসার যশপ্রীত বুমরাহ। আইপিএলে ১৫০ উইকেট নিতে তার লেগেছে ১২৪ ম্যাচ। এ ছাড়া ডোয়াইন ব্রাভো এবং ভুবনেশ্বর কুমার যথাক্রমে ১৩৭ এবং ১৩৮ ম্যাচে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

যে রেকর্ডে রোহিত-কার্তিককে পেছনে ফেলে শীর্ষে ম্যাক্সওয়েল

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) লজ্জার এক রেকর্ড গড়েছেন টুর্নামেন্টটির ইতিহাসে অন্যতম সফল ব্যাটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অজি এই অলরাউন্ডার এখন আইপিএলে সর্বোচ্চ শূন্য রানে আউট হওয়া ব্যাটার।

গতকাল মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংসের হয়ে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে খেলতে নেমে নিজের খেলা প্রথম বলেই সাই কিশোরের বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন ম্যাক্সওয়েল। ফলে শূন্য রানে সাজঘরে ফিরতে হয় তাকে।

এ নিয়ে আইপিএলে ১৯তম বার ডাক খেলেন ম্যাক্সওয়েল, যা আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তিনি পেছনে ফেলেছেন রোহিত শর্মা এবং দীনেশ কার্তিককে। ভারতীয় দুই ব্যাটারের ১৮ বার করে ডাকের রেকর্ড আছে। শূন্য রানে আউট হওয়ার তালিকায় এই তিন জনের পরেই রয়েছেন পীযূষ চাওলা ও সুনীল নারিন।

দুজন ১৬ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। রশিদ খান ও মনদীপ সিংহ ১৫ বার শূন্য রানে সাজঘরে ফিরেছেন। ১৪ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন মানিশ পান্ডে ও অম্বাতি রাইডু।

আইপিএলের গত আসর একেবারেই ভালো যায়নি ম্যাক্সওয়েলের।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ১০ ম্যাচে মাত্র ৫২ রান করেছিলেন তিনি। ফলে বেঙ্গালুরু ছেড়ে দেয় তাকে। এবার নিলামে ৪ কোটি ৮০ লাখ টাকাতে তাকে কেনে পাঞ্জাব। নতুন দলের হয়েও শুরুটা ভালো হলো না ম্যাক্সওয়েলের।

নিউজিল্যান্ড সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সাইফার্ট-তাণ্ডবে পাকিস্তানের লজ্জার রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: আরেকবার ব্যাটিং ব্যর্থতা, আরেকবার বড় ব্যবধানে হার–তৃতীয় ম্যাচটি বাদ দিলে নিউজিল্যান্ড সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজের গল্প তো এটাই। আজ ওয়েলিংটনে সিরিজের পঞ্চম ও শেষ ম্যাচেও লেখা হলো সেই গল্পই।

ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের ৯১ রান নিউজিল্যান্ড পেরিয়েছিল ৫৯ বল হাতে রেখে। সেটি ছিল এই সংস্করণে অব্যবহৃত বলের হিসেবে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় হার। আজ শেষ ম্যাচে ভেঙে গেল সেই রেকর্ড। এবার নিউজিল্যান্ড জিতেছে ৬০ বল হাতে রেখে!

ব্যাট হাতে আরেকবার ব্যর্থ পাকিস্তান এবার করে ৯ উইকেটে ১২৮ রান। টিম সাইফার্টের তাণ্ডবে স্কোরটা ঠিক ১০ ওভারেই ৮ উইকেট হাতে রেখে পেরিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড। তাতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজটা ৪-১ ব্যবধানে জিতে নিল কিউইরা।

রান তাড়ায় নিউজিল্যান্ডের আক্ষেপ হতে পারে একটাই, সাইফার্টের সেঞ্চুরি না পাওয়া। ৬ চার ও ১০ ছক্কায় ৩৮ বলে ৯৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন কিউই ওপেনার। ১০ ছক্কার শেষ তিনটি সাইফার্ট মেরেছেন শাদাব খানের করা দশম ওভারের শেষ তিন বলে। ওই ওভারের প্রথম বলেও একটি ছক্কা মেরেছিলেন সাইফার্ট। সাইফার্ট এর আগে জাহানদাদ খানের করা ষষ্ঠ ওভারেই মারেন ৩টি ছক্কা। ২৩ বল ফিফটি ছোঁয়া সাইফার্টের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটিই সর্বোচ্চ ইনিংস। সাইফার্টের পর নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭ রান আরেক ওপেনার ফিন অ্যালেনের। ১২ বলে ২৭ রান করা অ্যালেন সাইফার্টের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে ৯৩ রান যোগ করেন মাত্র ৬.২ ওভারেই।

পাকিস্তানের ইনিংসটাকে পরিষ্কার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে ১০.২ ওভারে ৫২/৫ ছিল দলটির স্কোর। দ্বিতীয় ভাগে ষষ্ঠ উইকেটে অধিনায়ক আগা সালমান ও শাদাব খানের ৫৪ রানের জুটি। এরপর আবার ব্যাটিং বিপর্যয়, শেষ চার ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে দলটি তুলতে পারে ২২ রান। পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান ৩৯ বলে করেছেন সর্বোচ্চ ৫১ রান। শাদাব করেন ২০ বলে ২৮। এ ছাড়া দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন শুধু ওপেনার মোহাম্মদ হারিস (১৭ বলে ১১)। নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার জিমি নিশাম ২২ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। কিউই অলরাউন্ডার ৮৩ ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এই প্রথম কোনো ম্যাচে ৩ উইকেটের বেশি পেলেন।

দুই দল এখন তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। সিরিজের প্রথম ম্যাচ ২৯ মার্চ, নেপিয়ারে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান: ২০ ওভারে ১২৮/৯ (সালমান ৫১, শাদাব ২৮; নিশাম ৫/২২)।

নিউজিল্যান্ড: ১০ ওভারে ১৩১/২ (সাইফার্ট ৯৭*, অ্যালেন ২৭; সুফিয়ান ২/৬)।

ফল: নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী।

সিরিজ: ৫-ম্যাচ সিরিজে নিউজিল্যান্ড ৪-১ ব্যবধানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: জিমি নিশাম।

ম্যান অব দ্য সিরিজ: টিম সাইফার্ট।

জাপানের পর এশিয়া থেকে বিশ্বকাপের মূল পর্বে ইরান

আপনজন ডেস্ক: উজবেকিস্তানের সঙ্গে ২-২ ড্র করে ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিল ইরান। ৮ ম্যাচে ছয় জয় ও দুই ড্রয়ে ২০ পয়েন্ট নিয়ে আয়োজক দল ছাড়া তৃতীয় দল হিসেবে জায়গা নিশ্চিত করে ইরান।

এ নিয়ে সপ্তমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ইরান। গেল তিন বিশ্বকাপ (২০২২, ২০১৮ এবং ২০১৪) ছাড়াও ২০০৬, ১৯৯৮ এবং ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ খেলেছিল দলটি।

প্রথমার্ধে ২ গোলে এগিয়ে থাকা উজবেকিস্তান বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে মেহদি তারেমির জোড়া গোলে বিশ্বকাপের টিকিটি কাটে ইরান।

অন্য ম্যাচে উত্তর কোরিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারালেও বিশ্বকাপের মূল পর্ব নিশ্চিত হতো উজবেকিস্তানের। ওই ম্যাচে ২-১ গোলে জিতে নেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত।

উজবেকিস্তান ১৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে। সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার এখনও ভালো সুযোগ আছে উজবেকিস্তানেরও।

এর আগে তিন আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার পর প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে এশিয়ার দল জাপান। পরে তাদের সঙ্গী হয় নিউজিল্যান্ড।

এ ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাও।

মারাদোনার প্রাক্তন দেহরক্ষী গ্রেপ্তার

আপনজন ডেস্ক: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০২০ সালে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান ডিয়েগো মারাদোনা। তবে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মৃত্যুর পরেই তার পরিবার অভিযোগ করেন চিকিৎসার অবহেলার কথা। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই ৭ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আদালতে চলছে বিচারও। বিচারকাজ চলার সময়ই নতুন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত সেই ব্যক্তি হচ্ছেন মারাদোনার সাবেক দেহরক্ষী হুলিও কোরিয়া। তাকে গ্রেপ্তার করার কারণ হিসেবে অনেক গণমাধ্যম জানিয়েছে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

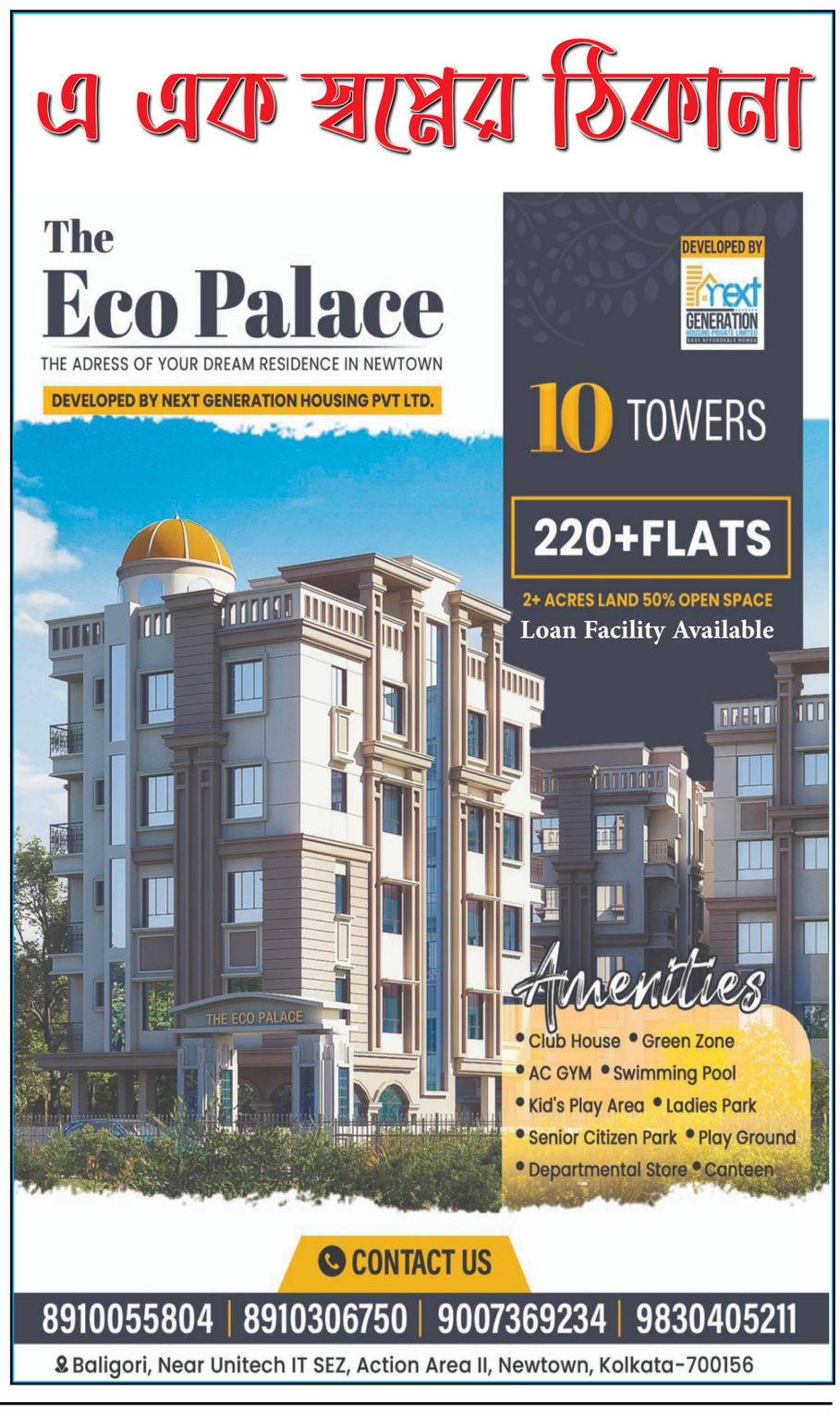

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**